যামিনী প্রভাত।

[কাব্য]

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত।

কলিকাতা।

৩৫ নং বেণেটোলা লেন, রায় যন্ত্রে,

শ্রীবাবুরাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত,

এবং

গ্রন্থকার কর্তৃক সার্পেন্টাইন লেনে প্রকাশিত

সন ১২৮৬ সাল।

মূল্য ২ টাকা।

যামিনী প্রভাত।

[কাব্য]
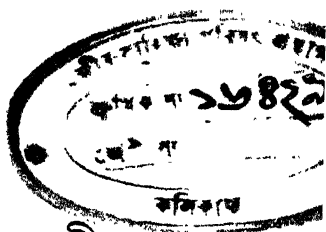
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত।

কলিকাতা।

৩৫ নং বেণেটোলা লেন, রায় যন্ত্রে,

শ্রীবাবুরাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত,

এবং

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সার্পেণ্টাইন লেনে প্রকাশিত।

সন১২৮৬ সাল।

উপহার।

পরম পূজনীয়

জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাল

শ্রীচরণাম্বুজেষু

দাদা!

যে হৃদয়-কানন, উদ্যানে পরিণত করিবার জন্য কত যত্ন করিতেছেন, আজি সেই কাননে ফুল ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে; কেবল কয়েকটী গন্ধ শূন্য, শোভা শূন্য পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আজি আমি সেই ফুল কুড়াইয়া যত্নের সহিত এ হার গাঁথিয়াছি; দাদা! কাহার চরণে এ হার প্রদান করিব? মনে ছিল, আমার আদরের প্রথম রচিত হার ৺ পিতার চরণে উৎসর্গিকৃত করিব, কিন্তু হায়! পিতা অকালে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া, সেই অনন্ত ধামে, অনন্ত সুখে কালযাপন করিতেছেন, আমার সে আশা-কুসুম অনেক দিন সুকাইয়াছে; আমার সে ইচ্ছা জলবিম্বের ন্যায় জলে মিশিয়াছে।

দাদা! এ হার এক্ষণে আপনারি; আপনারি পাদপদ্মে প্রদান করিলাম; আপনি স্নেহের সহিত গ্রহণ করিলেই কৃতার্থমন্য হইব।

১লা বৈশাখ
সংবৎ ১৯৩৬

স্নেহাস্পদ
ধীরেন্দ্র

দুই একটী কথা।

এই গ্রন্থে মহাবীর মহারাষ্ট্র-অধীপতি শিবজীর জীবনের দুই দিবসের ঘটনা মাত্র লিখিত হইল। ঘটনা সত্য নহে, তবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে মিথ্যাও নহে।

শিবজী সাময়িক কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা গৃহিত হয় নাই; কেবল সেই মহাবীরের জীবনি পাঠ করিলে হৃদয়ে তাঁহার যে আকৃতি উদয় হয়, গ্রন্থকার সেই মূর্ত্তি চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এই গ্রন্থের প্রথমে যে সাগরের উল্লেখ হইয়াছে তাহা প্রকৃত সাগর নহে; সাগর সমান একটী পার্ব্বতীয় হ্রদ মাত্র।

শিবজীকে সকলেই চিনেন, তাঁহার বিষয় বলিবার কিছুই নাই। মহাবেত খাঁ আরঙ্গিবের এক জন বিখ্যাত সেনাপতি, ইহাঁর নিকট আরঙ্গিব অনেক বিষয়ে ঋণী ছিলেন। গ্রন্থকার ইহাঁর মৃত্যু যেরূপে ঘটাইয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিক নহে। গ্রন্থে আর যে কয়েক জন নায়ক নায়িকা আছেন সকলি কাল্পনিক।

মহারাষ্ট্রদিগের হিন্দু ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস, মুসলমানদিগের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা, ভারত উদ্ধারের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, মহারাষ্ট্র রমণীদিগের বীর্য্য, বীরত্ব ও সরলতা চিত্রিত করাই

এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন পাঠকগণের বিচার্য্য।

শিবজী কর্ত্তৃক ভারত উদ্ধার, ভারতের দুঃখের যামিনী প্রভাতেই এই ক্ষুদ্র "যামিনী প্রভাত" শেষ হইয়াছে। পাঠকবর্গ পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দ অনুভব করিলেই গ্রন্থকারের আশা পূর্ণ হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য যে, এই ক্ষুদ্র কাব্য একটী সপ্তদশবর্ষ বয়স্ক যুবকের রচিত; মন্দ হইলে অন্ততঃ বালক বলিয়া পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

প্রকাশক।
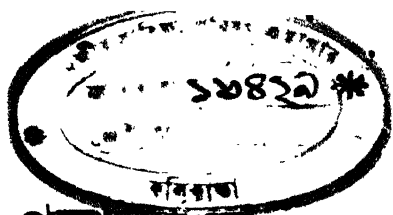
যামিনী প্রভাতা

প্রথম সর্গ।

১

গভীর তামসী নিশা, গম্ভীর জগত,
না নড়ে বিটপী-পত্র, না নড়ে সলিল ;
নীরব পর্ব্বত-মন্দ্র, নীরব ভারত,
না নড়ে শ্বাপদকুল, বহেনা অনিল।
নীরবে নীরদ রাজি আবরি গগন,
করিছে ভারত-বর্ষ গাঢ় অন্ধকার ;
ডুবিছে আকাশ-হ্রদে কাঁদায়ে ভুবন,
নক্ষত্র-কমল-রাজি—অতি মনোহর !

২

আকাশ, পাতাল, মর্ত্ত, পর্ব্বত, কাননে,
গভীর তিমির আজি করিছে শাসন ;
বসিয়া অনন্ত রাজ্যে কৃষ্ণ সিংহাসনে,
শাসিছেন নিশাদেবী এ তিন ভুবন।

অদূরে বারিধি-বারি লাগিয়া পুলিনে,
করিছে গম্ভীর নাদ,—অতি ভয়ঙ্কর !
ভীষণ গম্ভীর স্বর কাঁপায়ে ভুবনে,
গর্জ্জিছে অনিল পরে,—কাঁপিছে অম্বর।

৩

নিশার ভীষণ শান্তি গম্ভীরে ভেদিয়া,
উঠিতেছে বারিধির গভীর নিনাদ ;
গম্ভীরে ভারত মাতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
কাঁদাইছে এজগত করিয়া বিষাদ ;
চির অন্ধকারে আজ ডুবিয়া ভারত,
সিন্ধুর নিনাদ ছলে কাঁদিছে গম্ভীরে ;
কাঁদিতেছে অভাগিনী, কাঁদায়ে জগত,
সহিয়া দুঃসহ ক্লেশ ম্লেচ্ছ অত্যাচারে।

৪

অদূরে শ্মশান পরে সমুদ্র পুলিনে,
পড়িয়াছে যামিনীর ঘোর অন্ধকার ;
ভেদিয়া তামসী নিশা কাঁপায়ে জীবনে,
উঠিতেছে বারিধির শব্দ ভয়ঙ্কর।
নর-দেহ, নর-অস্থি পতিত শ্মশানে,
টানিতেছে ছিঁড়িতেছে শৃগাল নিকর ,

কাঁপাইছে ভীমা নিশা বিকট গর্জ্জনে,
কাঁপিছে তিমিরাবৃত অনন্ত অম্বর।

৫

এ হেন ভীষণ স্থানে, এ হেন সময়ে
দাঁড়াইয়া শৈলবৎ শাহাজী নন্দন;
শিবজী,—মার্হাট্টা-রবি;—ব্যাকুল হৃদয়ে,
দেখিতেছে এক দৃষ্টে আঁধার গগন।
যুদ্ধবেশে সুবেশিত মার্হাট্টা তনয়,
দীপিছে তিমিরে সেই, শাণিত কৃপাণ;
ভর দিয়া শূল পরে এক দৃষ্টে হায়,
দেখিছে তিমিরাবৃত অনন্ত গগন।

৬

যথায় গগন পটে ধীরে ধীরে হায়,
নিবিতেছে অন্ধকারে আলোক উজ্জ্বল;
চকিত গগন যেন বিদ্যুৎ লতায়,
বিদ্যুৎ আলোক যেন হয়েছে অচল।
ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে মিলিছে আঁধারে,
আবার তিমির ময় অনন্ত গগন;
তখন শিবজী বীর, ধীরে, ধীরে, ধীরে,
ফিরাইল স্বীয় শির, ফিরিলা তখন।

৭

তুলিয়া দক্ষিণ করে শূল ভয়ঙ্কর,
কহিলা মাহ'াট্টা বীর সভয়ে বিষাদে ;
"সত্য কি দেখিনু যাহা,—কম্পিয়া অম্বর,
ওই স্থানে উদিল কি ভীষণ নিনাদে,
ভৈরবী করালী মূর্ত্তি ? ওইতো গগনে,
এখন (ও) আলোক রেখা নিবিতেছে ওই ;
ভৈরবীর আজ্ঞা এ কি ? অথবা স্বপনে,
ভুলিনু সামান্য আমি, নহি মূঢ় বই ?"

৮

সভয়ে চমকি বীর দেখিলা, ধরায়,
উঠিতেছে অট্ট হাস্য কম্পিয়া গগন ;
হাসিতেছে খল্ খল্ পিশাচী নিচয়,
শাকিনী, পেতিনী, দৈত্য বিকট-বদন।
লোল জটা, কেশ পাশ, বিকট-দশন,
চিবাইছে নর অস্থি নাচিয়ে নাচিয়ে ;
অট্ট হাস্য খল্ খল্ রাঙ্গা ত্রিনয়ন,
পড়িছে রুধির গণ্ড শৃক্কণী বহিয়ে।

৯

সভয়ে দাঁড়ায়ে বীর কহিল গম্ভীরে,
"কে তোরা এ নিশাকালে ভ্রমিস হেথায় ?

কে তোরা সত্বর ক(হ) কিহেতু তিমিরে ?
জানিশ, শিবজী কভু ডরেনা ধরায় ?"
তুলিলা বদন বীর, দেখিল সভয়ে,
নাহিক পিশাচীগণ, নাহি কিছু আর ;
ভীষণ তিমিরে দূরে যাইছে ধাইয়ে,
শ্মশান চরণ ধৌত করিয়া সাগর।

১০

অদূরে পর্ব্বত পার্শ্বে ভারত কাঁপায়ে,
জ্বলিতেছে চিতা এক উজলি শ্মশান ;
গভীর তিমির সহ সে আলো মিশায়ে,
প্রকাশিছে ভারতের অদৃষ্ট লিখন।
বসিয়া চিতার পার্শ্বে বিষণ্ণ বদনে,
মহারাষ্ট্র অষ্টাদশ বীর অবতার ;
অস্পষ্ট আলোকে দীপ্ত, দীপিছে নয়নে,
বিষম বিষাদ সহ ক্রোধ ভয়ঙ্কর।

১১

পাষাণে গঠিত ভীমা করাল-বদনী,
অদূরে পর্ব্বত পার্শ্বে রয়েছে স্থাপিত ;
অস্পষ্ট আলোকে দীপ্ত নৃমুণ্ডমালিনী,
ভীম অসি ভীম করে জগত কম্পিত।

অস্পষ্ট চিতার করে সে ভীমা মূরতি,
দেখাইছে আরো ভীমা,—ভীম অবয়ব ;
তাহাতে নিশীথ রাতি, অন্ধকার অতি,
জল স্থল শান্তিময়,—ভীষণ নীরব !

১২

ধীরে ধীরে মৃদু পদে মাহ্‌র্‌াট্টা তপন,
ধীরে ধীরে চিতা পার্শ্বে সভয়ে আইলা :
প্রণমি সাষ্টাঙ্গে বীর ভৈরবী চরণ,
নীরবে চিতার পার্শ্বে বিষাদে বসিলা।
বাক্ শূন্য মহারাষ্ট্র, নীরব সকল,
নীরবে পূজিছে সবে করাল-বদনা ;
অদূরে জ্বলিছে ভীম ভীষণ অনল,
ঝকিছে তাহায় ভীমা নৃমুণ্ড-মালিনী !

১৩

গভীর নিশীথ কালে মাহ্‌র্‌াট্টা নিকর,
জবা পুষ্পে বিল্ল দলে ভৈরবী পূজিলা,
ভীষণ শ্মশানে ; যবে অনন্ত অম্বর,
গাঢ় মেঘে আবরিত, হইতে লাগিলা।
লইলা করাল খড়্গ ; শিবজী তখন,
ভেদিয়া নিশার শান্তি গম্ভীরে কহিলা ;

সহসা মানব স্বরে কম্পিল ভুবন,
কাঁপিল মাহ্রাট্টা হিয়া, চমকি চাহিলা।

১৪

" মহারাষ্ট্র !
জানি না ; কি হেরি আজি এহেন শ্মশানে ;
এখন স্মরিলে কাঁপে সভয়ে হৃদয়।
সহসা দেখিনু আজি উদিলা গগনে,
ভৈরবী জননী মুর্ত্তি, পিশাচিনী চয়।
মায়ের বাসনা ভবে, মাহ্রাট্টা তনয়,
কোন বীর নিজ হস্তে নাশিয়া সন্তানে,
দিউক শোণিত তাঁরে ;—আপন হৃদয়,
উৎসর্গ করুক পদে, পুড়িয়া আগুনে।"

১৫

" ভীষণ এ আজ্ঞা ! কিন্তু ভৈরবী বাসনা !!
নতুবা ভারত ভবে হবে না উদ্ধার !
কি করিবে বীরগণ ! অশেষ যাতনা,
বিধির লিখিত হায় ললাটে মাতার !
নাহি কি মোদের মাঝে মাহ্রাট্টা তনয়,
হেন কোন বীর বর, পারে যে নাশিতে,

তনয় হৃদয়-রত্ন স্বদেশ-মায়ায় ?
দিয়িতে আপন প্রাণ স্বদেশ রক্ষিতে ?”

১৬

শুনিয়া কাঁপিল হায় মার্হাট্টা হৃদয়
বাক্ শূন্য ব্যাকুলিত চিন্তায় আকুল ,
ধাইলা শোণিত বেগে শিরায় শিরায়,
কি করিবে, কি হইবে, হইলা ব্যাকুল ।
বহুক্ষণ,—কত ক্ষণ না জানে তাহারা,
রহিল বসিয়া সবে বিহ্বল হৃদয়ে ;
কাঁপিলা শুনিয়া আজ্ঞা, কম্পেনা যাহারা,
সহস্র যবন মুণ্ড সমরে ছেদিয়ে।

১৭

দেখিয়া নীরব সবে ; শাহাজী-নন্দন,
কহিলা গম্ভীর স্বরে মার্হাট্টা সকলে ;
“মরিতে ডরিছ বন্ধু ? ডরিছ শমন ?
মাতৃ তরে প্রাণ দান করিতে টলিলে ?
কি বলিব তবে আর, হা ধিক্ সকলে !
এখন(ও) নীরবে সবে কি ভাবিছ আর ?
কালীর বাসনা হিন্দু পূরাতে টলিলে,
কেমনে স্বদেশ তবে করিবে উদ্ধার ?”

১৮

" ভৈরবী-বাসনা পূর্ণ করিতে ডরিলে ?
এই কি বীরত্ব, হিন্দু! এই কি গরিমা ?
কোন বলে তাড়াইবে যবন সকলে,
সোনার ভারত হ'তে ? এই হে মহিমা !
ধিক্ ধিক্ ভাবি নাই কভু আর্য্য-সুত,
ডরিবে ত্যজিতে ভবে নশ্বর জীবন !
ভৈরবী-বাসনা তায় ! হইছ কম্পিত ?
কোথায় পাইবে হেন পবিত্র মরণ ?"

১৯

আবার গরজি বীর কহিবে যেমন,
কহিলেক বীর অন্য গম্ভীর নিনাদে ;
"ডরি নাই রাজ-পুত্র ত্যজিতে জীবন,
ডরে কি মাহ্‌রাট্টা সুত জীবন ত্যজিতে ?
তবে যে নীরব মোরা কি কব তোমায়,
বীরেন্দ্র শিবজী তুমি, জানত সকলি ,
এ মৃত্যু ভীষণ মৃত্যু, কেমনে হে হায়,
কহ রাজ নিজ পুত্রে অগ্রে দিব বলি ?"

২০

আবার গম্ভীর স্বরে শিবজী কহিলা,
" হায়রে মাহ্‌রাট্টা আজ ডরেরে মরিতে ?

নূতন ধরায় ইহা! পারে রে অবলা,
বলি দিতে স্বীয় সুতে স্বদেশ রক্ষিতে।
জানতো প্রতিজ্ঞা মম; ভারতের তরে,
পাপ পুণ্য নাহি জানি, প্রতিজ্ঞা আমার।
উদ্ধারিব আর্য্য ভূমি, যবন নিকরে,
সমূলে নির্ম্মূল করি ভারত উপর।"

২১

"পিতার শোণিত পাত, পিতার জীবন,
আবশ্যক যদি হয় উদ্ধারিতে মায়;
পিতারে এ শূলে বিদ্ধ ক'রিতে কখন,
হবেনা কুণ্ঠিত, হিন্দু, শিবজী ধরায়।
কহ তবে হিন্দু সুত, এই রূপে হায়,
শ্মশানে মাতার সনে রহিবে বসিয়ে?
এই রূপে স্বাধীনতা মার্হাট্টা তনয়,
ডুবাবে সাগর নীরে? সহেনা হৃদয়ে?"

২২

"তবে কি মার্হাট্টা সুত, হবে না পূরণ,
কালীর বাসনা হায়; উদ্ধার মাতায়?
তবে কি যবন করে পুড়িবে জীবন,
যবনের পদাঘাত ধরিবে মাথায়?

হারায়েছ এক কালে হারে হিন্দু সুত,
সে বীর্য্য প্রতাপ, হায়, বুঝিছি ভুবনে।
হারায়েছ, এবে হায় হয়েছ কম্পিত,
দেখিয়া অন্তরে হিন্দু অসংখ্য যবনে।”

২৩

“স্মরিলে যে কথা হায় জ্বলেরে হৃদয়,
তাই কিনা হা অদৃষ্ট! ঘটিল ভারতে?
রে রে হিন্দু সুত, হায় কহরে আমায়,
যবনের দাস হ’য়ে রবে কি জগতে?
অথবা ভবানী বাঞ্ছা করিয়া পূরণ,
ভীম অসি করে লয়ে দমিয়া যবনে,
ভারতের জয় রবে পূরায়ে গগন,
হিন্দুর বিজয় ধ্বজা উড়াবে গগনে?”

২৪

“কাপুরুষ কুলাঙ্গার মার্হাট্টা সন্তান!
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ কি কাজ জীবনে?
কি কাজ ও বেশে আর? কি কাজ কৃপাণ,
ধরিয়া ও ক্ষীণ হস্তে? এতরে মরণে।
এতরে মরণে ভয়, রে রে হিন্দু সুত,
হারাইয়া স্বাধীনতা বাঁচিতে বাসনা?

হারাইয়া যশ মান তবু রে জীবিত,
সহেনা হৃদয়ে আর এ হেন যাতনা !”

২৫

“যারে মূঢ়, যারে সব কাপুরুষগণ !
দাস হ’য়ে র’গে ভবে,—শিবজী-ভুবনে
কালী আজ্ঞা নাহি জানে করিতে লঙ্ঘন।
এ শূল নিযুক্ত আজি যবন নিধনে !
পূরাব মায়ের বাঞ্ছা ত্যজিয়া জীবন,
হিন্দু আমি, পূরাইব ভৈরবী বাসনা ;
দেখ্ দেখ্ কাপুরুষ মার্হাট্টা নন্দন
ডরে না শিবজী মৃত্যু ; সামান্য যাতনা।”

২৬

ধাইলা চিতার দিকে দাক্ষিণাত্য-পতি,
সহসা নক্ষত্র যথা সুনীল অম্বরে ;
কাঁপিল শ্মশান ভীম, ভয়ানক রাতি,
কাঁপিল পর্ব্বত দূরে সমুদ্র গর্জ্জনে।
ধাইয়া মার্হাট্টাগণ ধরিল কুমারে,
গর্জ্জিতে লাগিল ক্রোধে শাহাজী নন্দন ;
পড়িয়া হর্য্যক্ষ বনে আনায় মাঝারে,
গর্জ্জয় গম্ভীরে যথা কম্পিয়া কানন।

২৭

সহসা গম্ভীর হাস্যে কাঁপিল শ্মশান ;
গরজিল ভীমস্বর শ্মশান কম্পিয়ে ;
"ডরে কি রে হিন্দু-সুত নাশিতে সন্তান,
পূরাতে ভবানী-বাঞ্ছা মার্হাট্টা হইয়ে ?
কি হেতু মরিবে তুমি শাহাজী-নন্দন,
উদ্ধারিবে কেবা বল অনাথা ভারতে ?
মরিব সামান্য আমি,—ত্যজিব জীবন ;
আমার মরণে ক্ষতি হবে না জগতে।"

২৮

কাঁদিলা মার্হাট্টা-গণ শুনিয়া হৃদয়ে,
কাঁপিল শিবজী-বীর শিরায় শিরায় ;
নাহিক নিশ্বাস পড়ে ; কেমনে তনয়ে
হৃদয় পাষাণে বাঁধি নাশিবে ধরায় ?
দীর্ঘ-শ্বাস ত্যজি তবে শিবজী কহিলা ;
"কেমনে তোমায় হেন কহিব করিতে ?
যাও-, যা-ও-, ভগ্নী আজি বিধবা হইলা,
পাষাণে বেঁধেছি হিয়া স্বদেশ রক্ষিতে !"

২৯

ধাইলা বিদ্যুৎ বেগে কম্পিয়া শ্মশান,
উঠিল কাঁপিয়ে হাস্যে সমস্ত ভারত ;

প্রতি-ধ্বনি ঘোর রোলে, সমুদ্র-গগন
কাঁপাইল সেই স্বরে, কাঁপিল জগত।
অদূরে শ্মশান প্রান্তে ভীষণ তিমিরে,
ক্রমে ক্রমে মন্দে মন্দে ডুবিল আবার ;
দূরে দূরে আর দূরে গর্জ্জিল গম্ভীরে
প্রতিধ্বনি কাঁপাইয়া ভীষণ সাগর।

৩০

না ডুবিতে ভীম শব্দ ভীষণ শ্মশানে,
আবার উঠিল হাস্য, অতি ভয়ঙ্কর !
মৃত-দেহ, অস্থি-শির, চমকি ভুবনে
সভয়ে উঠিল যেন শুনি সেই স্বর।
ফিরিয়াছে পুনঃ বেগে মাহারাট্টা-তনয়,
পঞ্চম বর্ষীয় শিশু আদরে লইয়ে ;
আসিয়া কালীর পার্শ্বে বসিলা পূজায়,
রহিল অবোধ শিশু নীরবে দাঁড়ায়ে।

৩১

সহসা বিদ্যুৎ বেগে উঠিল আবার ;
পরিল জবার মালা আপন গলায় ;
লইয়া ভীষণ খড়্গ ভৈরবী মাতার ;
হস্ত ধরি লইলেক আপন তনয় ;

অবোধ বালক হায় দেখিয়া পিতায়,
কাঁদিলা ব্যাকুল হৃদে ; জানে না ভুবনে
মরিবে এখনি শিশু,—এখনি ধরায়,
লুটাইবে ছিন্ন শির পিতার চরণে।

৩২

তুলিলা ভীষণ খড়্গ ভীষণ শ্মশানে,
"জয়-মা-ভৈরবী" ধ্বনি গম্ভীরে ধ্বনিল ;
প্রণমি অবোধ শিশু কালীর চরণে,
নীরবে পিতার পদে প্রণাম করিল।
আবার শ্মশান ভেদি ভীষণ গম্ভীরে,
"জয়-মা-ভৈরবী" ধ্বনি সঘনে গর্জ্জিল ;
পড়িল বিষম খড়্গ, তিতিল রুধিরে !
"জয়-মা-ভৈরবী" ধ্বনি আবার ধ্বনিল !!

৩৩

সহসা ভীষণ নাদে পড়িল অদূরে
ভীষণ ইন্দ্রের-বজ্র ; কাঁপিল শ্মশান ;
অদূরে হর্য্যক্ষ-কুল গর্জ্জিল বিবরে,
কাঁপিল মার্হাট্টা-হিয়া,—ঝনিল কৃপাণ।
আবার তুলিল খড়্গ পুত্র-হন্তা হায় ;
উচ্চ হাস্যে কাঁপাইল ভীষণ শ্মশান ;

আবার প্রচণ্ড নাদে পর্ব্বত মালায়
পড়িল বাসব-বজ্র কাঁপায়ে জীবন।

৩৪

সম্পূর্ণ উন্মত্ত হায় ;—বিঁধিয়া কৃপাণে,
তুলিলা সে ছিন্ন-শির ভীষণ মূরতি ;
প্রদানি ভৈরবী পদে, প্রণমি চরণে,
কহিল গম্ভীর হাস্যে কাঁপাইয়া রাতি।
"পূরিয়াছে মনোবাঞ্ছা, করাল-বদনি !
দিয়াছি প্রাণের সুতে চরণে তোমার ;
দিব মাতঃ ক্ষুদ্র প্রাণ, প্রার্থনা জননি !
এই শেষ,—শেষ এই,—ভারত উদ্ধার !!"

৩৫

আবার গম্ভীর হাস্যে কাঁপিল শ্মশান,
"জয়-মা-ভৈরবী" ধ্বনি গর্জ্জিল আবার ;
সহসা আবার বজ্র ভেদিয়া গগন,
পড়িল ভীষণ নাদে কাঁপায়ে সাগর।
"ভবানী কি জয়" বলি মার্হাট্টা নন্দন,
তুলিয়া যুগল কর পড়িল চিতায় ;
অমনি ভীষণ নাদে ভাঙ্গিয়া গগন,
পড়িল অদূরে বজ্র কম্পিয়া ধরায় !

৩৬

উঠিল তুমুল ঝড় নাচিল সাগর,
ভীষণ অশনি ধ্বনি গর্জ্জিল গগনে ;
চপলা চপল ভাবে উজলি অম্বর
প্রকাশিল ভীম ভাব ভীষণ শ্মশানে।
চমকি মার্হাট্টা কুল দেখিলা সভয়ে,
খল্ খল্ হাসিতেছে পিশাচী নিচয়ঃ
লোল জিহ্বা লক্ লক্, নাচিয়ে নাচিয়ে,
হাসিতেছে অট্ট হাস্য কাঁপায়ে ধরায় !

দ্বিতীয় সর্গ।

১

ডুবিছে পর্ব্বত গর্ভে দেব দিনপতি,
ধীরে ধীরে নিশা দেবী পশিছে জগতে ;
কল্ কল্ মধু স্বরে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী,
নাবিতেছে শৃঙ্গ হতে নাচিতে নাচিতে।
অতি উচ্চ শৃঙ্গ রাজি স্থবর্ণ বিভায়,
জ্বলিছে জগত মোহি অতি মনোহর ;
ধরিয়াছে পঞ্চ স্বর বিহগ শাখায়,
প্রতি-ধ্বনি চিৎকারিছে কানন ভিতর।

২

চলিয়াছে হৃষ্ট চিত্তে আপন বিবরে,
শাবক সহিত এবে চামরী নিকর;
বহিছে মলয়ানিল পর্ব্বত উপরে,
প্রসূন সৌরভ সহ অতি মনোহর।
পশ্চিমে ডুবিছে রবি, পূর্ব্বে নিশাপতি,
আলোকিয়া হিমাচল উদিছে গগনে ;
কৌমুদী বসন পরি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী,
চলিয়াছে কলস্বরে মোহিয়া ভুবনে।

৩

অদূরে পর্ব্বত নিম্নে উপত্যকা পরে,
সুন্দর হরিণ শিশু নাচিয়ে নাচিয়ে ;
খেলিতেছে কত খেলা ; পশিছে গহ্বরে ;
বাহিরিছে পুনঃ বেগে উল্লাস হৃদয়ে।
লইয়া শাবক চারু শার্দ্দুল ভীষণ,
বিধুর কোমল করে খেলিছে হরিষে ,
খেলিছে হর্য্যক্ষ সহ ভীষণ বারণ,
হিংসা, দ্বেষ, নাহি এই পবিত্র কৈলাসে।

৪

বসিয়া সখীর সনে এহেন শিখরে,
ভারত পূজিতা দেবী, পর্ব্বত তনয়া ;
বসিয়াছে বামে জয়া উল্লাস অন্তরে,
দক্ষিণে পদ্মিনী-বৎ বসিয়া বিজয়া।
পদতলে স্থির ভাবে বসিয়া গম্ভীরে,
উমার আদর ধন হর্য্যক্ষ তনয় ;
চাটিছে কমল-পদ কত যে আদরে !
বসিয়া চরণ তলে,—উল্লাস হৃদয়।

৫

জিজ্ঞাসিছে হাসি হাসি উমারে বিজয়া ;
"কি দোষে ভুলেছ, দেবি, অনাথা ভারতে,

পারিনা বুঝেতে মোরা, কেমনে ভুলিয়া,
রহিয়াছ এত দিন তাহারে জগতে ?
তিন দিন থাক তথা বৎসরে বৎসরে,
কিন্তু দেখি এবে হায় না দেখ তাহায় ;
পারি কি ভুলিতে, দেবি, কত যে আদরে,
ডাকিত মোদের সবে, পূজিত তোমায় ?”

৬

শুনি জয়া খেদ স্বরে কহিল উমারে,
“সত্য লো পার্ব্বতী এবে ভুলেছে ভারতে ;
সে দিন দেখিছি আমি ভারত-মাতারে,
ফাটে লো হৃদয় হায় সে দুঃখ কহিতে।
নাহি সে সৌন্দর্য্য আর, নাহি সে বদন,
মলিনা বিষণ্ণা এবে ভারত জননী ;
কত অত্যাচার হায় করিছে যবন,
আর কি আছে লো সুখে এবে অভাগিনী ?”

৭

“আশ্চর্য্য এই লো, সখি, ভারত যাঁহার,
এক মাত্র আদরের ছিল এ জগতে,
তিঁনিই ভুলিলা এবে, না দেখে লো আর,
কেননা অনন্ত অগ্নি জ্বলিবে ভারতে ?

যেখানে পার্ব্বতী-কৃপা নাহি লো ধরায়,
কেন না সেথায় ম্লেচ্ছ প্রলয় করিবে ;
এমন ভারত দেখ যবন তনয়,
অনায়াসে দলিতেছে ; কে আর রক্ষিবে ?”

৮

শুনিয়া সখীর বাণি পার্ব্বতী কহিলা,
“ সত্য লো, বিজয়া, আমি ভুলিছি ভারতে ;
সত্য সব ;—এইরূপ জগতের লীলা,
কলিতে ভারত হেন হইবে জগতে ।
নহিলে কি শূলী-সম্ভু ধ্যানেতে মগন,
নহিলে কি দেব বৃন্দ বিভোর নিদ্রায় ?
থাকিলে জাগ্রত তাঁরা, হ’ত কি কখন
ভারত যবন করে ; ম্লেচ্ছের কৃপায় ?”

৯

“উমার বাসনা নয় ভারত জননী,
যবনের পদাঘাত, ধরে লো মাথায় ?
অঙ্গীকারে বদ্ধা হায় রয়েছে ভবানী,
নতুবা কি যবনেরা স্পর্দ্ধিত তাহায় ?
কি বলিব জয়া তোরে ; পর্ব্বত তনয়া
নহেরে নিঠুরা এত ভুলেছে ভারতে ;

কি করিব শূলী-সম্ভু গেলেন কহিয়া,
থাকিলে পার্ব্বতি, কিন্তু যেওনা জগতে।”

১০

“কেন যে এরূপ আজ্ঞা কেমনে কহিব,
দেখ্‌লো জাগ্রতা সখি, আমিই জগতে,
তাহাও ক্ষমতা হীণা, কেমনে বা রব?
জানি আমি ঘোর দুঃখ জ্বলেছে ভারতে।
কি করিব ধ্যানে মগ্ন এবে ব্যোম-কেশ;
কেমনে লো রক্ষি বল অনাথা ভারতে?
জানি সব জয়া আমি; নাহি দুঃখ শেষ!
শক্তি হীণা শক্তি এবে হয়েছে জগতে!!”

১১

সহসা সৌগন্ধ ময় হইল কৈলাস,
ছুটিল ধূপের গন্ধ পর্ব্বত শিখরে;
কুসুমে হইল পূর্ণ, সৌরভ বিকাশ,
গম্ভীর গরজি সিংহ উঠিল গম্ভীরে।
সহসা পূজার গন্ধে পূরিল আবাস,
চমকি পর্ব্বত সুতা চাহিলা ভুবনে;
“জয়-মা-ভৈরবি” ধ্বনি পূরিয়া কৈলাস,
আসিল গম্ভীর শব্দে পার্ব্বতী চরণে।

১২

চাহিয়া সখীর পানে কহিল অভয়া ;
"কে পূজে অকালে মোরে কোথায় ভুবনে ?
দেখ্‌লো কোথায়, কেবা ডাকিছে বিজয়া,
সহসা জবার মালা কেন লো চরণে ?"
কহিল বিজয়া, "হায় অচল তনয়া
কোথায় ভারত বিনা পূজিবে তোমায় ?
আর কে কোথায় ভবে পূজিবে অভয়া,
ডাকিছে ভারত-বাসী বিপদে মাতায়।"

১৩

খেদ স্বরে জয়া কহে চাহিয়া পার্ব্বতী ;
"কি কব তোমায় আর পর্ব্বত-তনয়া ?
কি নিমিত্ত ভুলিয়াছ ? কেন যে এমতি
কেমনে ভারত দুঃখ দেখিছ বসিয়া ?
ওই দেখ ; আজি পুনঃ মার্হাট্টা নিচয়
রক্ষিতে ভারত মাতা ডাকিছে তোমারে ?
পূজিছে জননী-পদ ; ডাকিছে তোমায়,
তুমি বিনা কেবা রক্ষে অনাথ নিকরে ?"

১৪

কি করিবে ? শৈলবালা রবে কি এমতি,
অথবা ভারত দুঃখ করিবে মোচন ?

দেখিত ভারত মাতা যদ্যপি পার্ব্বতী,
পারিত না থাকিতে লো বসিয়া এমন!
কি কব তাহার দুঃখ? দেখিলে বিজয়া,
পাষাণ হৃদয় হায় বিদীর্ণ লো হয়;
পারিনা বুঝিতে হায় কেন যে অভয়া,
এমন নিঠুরা হায় হলেন তাহায়?"

১৫

বিষাদে সখীরে চাহি পার্ব্বতী কহিলা,
সে স্বরে বিষাদ ময় হইলা কৈলাস;
বিষাদে মৃগেন্দ্র ফিরি উমারে হেরিলা,
নয়নে ক্রোধের চিহ্ন হইল প্রকাশ।
"কেন লো দোষিছ মোরে? থাকিলে ক্ষমতা,
আমি কি ভারত দুঃখ করি নিরীক্ষণ?
অঙ্গীকারে বদ্ধ হায় অচল দুহিতা
তাই লো ভারতে দুঃখ, যবন পীড়ন।"

১৬

"অঙ্গীকারে বদ্ধ সখি, চন্দ্রচূড় পাশে
কোন কার্য্যে হস্ত ক্ষেপ করিব না আমি;
ডাকে যদি কোন জন উদ্ধারের আশে,
বিপদে রক্ষিতে তারে পারে লো ভবানী"

সহর্ষে অমনি জয়া কহিলা উমারে,
"নহে কি বিপদে, দেবি অনাথা ভারত ?
কি নিমিত্ত কহ, দেবি, ডাকিছে তোমারে,
এও কি পর্ব্বতসুতা নহে গো বিপদ ?"

১৭

"সত্য জয়া, সত্য ; কিন্তু নিয়তি লিখন
খণ্ডিতে নাহিক সাধ্য কাহার(ও) জগতে ;
কলিতে ভারত জয় করিবে যবন,
জ্বলিবে ভীষণ দুঃখ অনাথা ভারতে ;—
নিয়তি লিখন ইহা ;—হইবে নিশ্চয় ;
কার সাধ্য খণ্ডে তাহা ? নাহিক ক্ষমতা,
কেমনে রক্ষিব সখি, ভারততনয় ?
শক্তিহীনা এবে তায় পর্ব্বত দুহিতা।"

১৮

"জয়-মা-ভৈরবী"—ধ্বনি সহসা আবার
ধ্বনিলা কৈলাস পুরে ; অভয়া বিষাদে
দেখিলা শোণিতে লিপ্ত চরণ তাঁহার ;
কাঁপিল কৈলাস পুরি ভীষণ নিনাদে,
উঠিল গরজি সিংহ জ্বলিল নয়ন,
নড়িল কৈলাস পুরি, কাঁপিল হৃদয়ে

সভয়ে বিহঙ্গগণ ; নড়িল ভুবন,
নড়িল আকাশ মর্ত্ত্য, সহসা কাঁপিয়ে।

১৯

চমকি পর্ব্বত-সুতা বিষাদে কহিলা,
"কি করিল হিন্দুসুত, কি করিল হায় ?
হায়রে কৈলাস পুরি শোণিতে পুরিলা,
কি করিল ওলো জয়া, ভারততনয় ?
প্রতিদিন পূজে মোরে শাহাজী-নন্দিনী,
হারাইল পতিপুত্র আমারি কারণে ;
কেন নর পূজিবে লো ভবের ভবানী,
ভাল পুরস্কার হায় পাইল ভুবনে !"

২০

"কেন হায় চন্দ্রচূড় ধ্যানেতে মগন,
নতুবা কি পারে কেহ স্পর্শিতে-ভারতে ?
নতুবা কি পড়ে কভু ভারতনন্দন
অনন্ত অনন্ত দুঃখে, অনন্ত বিষাদে ?
নাহিক ক্ষমতা মম নিয়তি খণ্ডিব ;
নিয়তি ভারত পক্ষে একান্ত লো বাম ;
কার তরে পূজে উমা ? কত লো সহিব ?
আর কেহ করিবেনা অভয়ার নাম।"

২১

"যা-লো শীঘ্র যা-লো ভবে সখি লো-বিজয়া
যথায় শাহাজী-সুতা হারায়ে তনয়
কাঁদিছে অধীরা হায়, ডাকিছে অভয়া ;
শক্তিহীনা শক্তি এবে হয়েছে ধরায় !
কেমনে সহিবে হায় অসহ্য যাতনা,
পতি পুত্র লুটাইছে ভীষণ শ্মশানে ?
যাও লো বিজয়া ভবে ; করলো সান্ত্বনা ;
পরাস্ত যবন হবে তাহার কৃপাণে"

২২

"অন্ততঃ কিয়ৎ দিন রক্ষিবে অভয়া ;
যবনের সুখ-সূর্য্য ডুবিবে ভারতে ;
উঠিবে মার্হাট্টা কুল, কহিও বিজয়া,
কহিও ভারত পুনঃ স্বাধীনা জগতে।
নিয়তি জগতে যাহা হইবে নিশ্চয়,
নহিলে কি শূলী-শম্ভু ধ্যানেতে মগন ?
নহিলে কি দেববৃন্দ বিভোর নিদ্রায়,
নহিলে কি দলে কভু ভারত যবন?"

২৩

প্রণমি পার্ব্বতীপদে উঠিলা বিজয়া ;
কহিল ঈষৎ হাসি পার্ব্বতীচরণে।

"যেমনে পারিব, আমি করিব অভয়া,
জানে সবে দয়াবতী পার্ব্বতী ভুবনে।"
চলিল আকাশ পথে উমা-সহচরী,
উদিল নক্ষত্র যেন স্থনীল গগনে ;
খেলিতে খেলিতে যেন আকাশ উপরি,
চলিয়াছে সৌদামিনী মোহিয়া ভুবনে।

তৃতীয় সর্গ।

১

উদিয়াছে দিনকর সুনীল গগনে,
জ্বলিছে প্রখর করে পর্ব্বত, কানন,
জ্বলিছে পর্ব্বত রাজি, জ্বলিছে বিপিনে,
তাপিয়া তপন তাপে শার্দ্দূল আনন।
তুলিয়াছে বিহগিনী সঙ্গীত লহরী,
লুকাইয়া রবিকরে বিটপী পাতায় ;
তাপিত তপন তাপে ;—প্রকৃতি সুন্দরী,
মোহিছে প্রাণীরে যেন সঙ্গীত ধরায়।

২

জ্বলিছে রবির করে ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী,
চলিয়াছে নাচি নাচি পর্ব্বত মালায় ;
হীরকের হার যেন ভারত জননী,
পরায়েছে আদরেতে পর্ব্বত গলায়।
ক্রমশঃ বিস্তৃতা নদী, ক্রমশঃ অচলে,
প্রসারি আপন কায়া হয় অগ্রসর।
ক্রমশঃ ভীষণ স্রোত, ক্রমশঃ প্রবলে,
পড়িছে পর্ব্বত নিম্নে অতি ভয়ঙ্কর।

৩

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলরাজি সলিল ভেদিয়া,
প্রকাশিছে স্বীয় স্বীয় ভীষণ শরীর ;
সহস্র বারণ যেন সলিলে পড়িয়া,
করিতেছে জল ক্রীড়া, উল্লাসে অধীর।
অদূরে পর্ব্বত নিম্নে ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী,
হইয়াছে ভীম কায়া,—সাগর সমান ;
ভাসিছে একটী দ্বীপ মোহিয়া অবনী,
সাগর সলিল পরে প্রসূন প্রমাণ।

৪

সে চারু সুন্দর দ্বীপে মার্হাট্টা নন্দন,
গঠিয়াছে শৈলে, দুর্গ অজেয় জগতে ;

উড়িছে পবন ভরে মাহ্রাট্টা-কেতন:—
হিন্দুর গৌরব, বীর্য্য, প্রকাশি ভারতে :
পবিত্র ত্রিশূল চিহ্ন ; দেখিয়া যাহারে
কাঁপিত ভারতবর্ষ শিরায় শিরায় ;
যাহার ভীষণ তেজ সমর প্রান্তরে
জানিয়াছে, বুঝিয়াছে যবন তনয়।

৫

হেথায় সেথায় সৈন্য নীরবে দাড়ায়ে,
নীরবে মাহ্রাট্টা দুর্গ করিছে রক্ষণ ;
জ্বলিয়াছে মহোৎসাহ প্রশান্ত হৃদয়ে ,
রক্ষিবে স্বদেশ কিংবা ত্যজিবে জীবন।
উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে, দাঁড়ায়ে প্রহরী ;
কার সাধ্য পশে দুর্গে ? জ্বলিছে নয়ন ;
ভয়েতে নীরব যেন প্রকৃতি সুন্দরী ;
নীরবে বিটপী শাখে বিহগিনীগণ।

৬

দুর্গের পশ্চিম প্রান্তে ভবানী-মন্দির,
শোভিতেছে মনোহর সুন্দর কাননে ;
নীরব, নির্জ্জন স্থান, জ্বলিছে রবির
প্রখর উজ্জ্বল করে, মোহিয়া ভুবনে।

এ হেন মন্দির মাঝে, অতি মনোহর,
বসিয়া অবলা এক পাগলিনী বেশ ;
উন্মত্তা, ব্যাকুলনেত্র, ধুলায় ধূসর,
পড়িয়াছে চারি দিকে আলু থালু কেশ।

৭

এ হেন কোমল দেহে সহে কি এমন,
এ হেন সুন্দর কায় ধুলায় ধূসর ?
পড়িয়াছে ঘন কেশ ঢাকিয়া বদন,
নীরদে বিজুলী যেন, অতি মনোহর।
অশ্রুজলে ভাসিয়াছে কোমল হৃদয়,
পড়িয়া অভয়াপদে কাঁদিছে ব্যাকুলে ;
ভাসিছে বদন নীরে, উজ্জ্বলতা ময়,
চন্দ্রমা কিরণ যেন পতিত সলিলে।

৮

এই সেই অভাগিনী শাহাজী-নন্দিনী,
হারাইয়া পতি-পুত্র ভৈরবী চরণে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হায় কাঁদি অনাথিনী,
ডাকিছে পর্ব্বত-সুতা বিষাদ নয়নে।
কি কষ্ট অধিক আর মাতার ধরায়,
পুত্রশোক বিনা হায় ? কাঁদিছে ব্যকুলে !

তাহে অভাগিনী আজি পতি পুত্র হায়,
হারায়েছে মাতৃপদে, পুড়িছে অনলে।

৯

সহসা মন্দির দ্বার নীরবে নড়িল,
পশিল শিবজী বীর শাহাজী নন্দন;
সহসা করাল অসি সঘনে কাঁপিল,
দেখিয়া কালীর যেন করাল বদন।
আসিলা নয়নে বারি ফাটিয়া হৃদয়,
দেখিয়া ভগিনী দুঃখ, ভগিনী আনন;
ক্লেশেতে সম্বরি বারি, ভীম যাতনায়,
প্রণমি ভৈরবীপদে, ঢাকিলা বদন।

১০

সম্বরি দুঃসহ ক্লেশ আবার চাহিলা,
আবার ফাটিল হিয়া দেখি পাগলিনী;
অতিকষ্টে ক্ষীণ স্বরে বিষাদে কহিলা,
থেকে থেকে, বীর গর্ব্বে, সম্বোধি ভগিনী।
"ভগিনি,-ভগিনি,-কহ, ভগিনি চঞ্চলে,
নহ কি ভারতে তুমি বীরের নন্দিনী?"
চমকি তুলিলা শির, ভাসিল সলিলে,
সুন্দর আনন সেই,—হায় অভাগিনী!

১১

চাহিলা ভ্রাতার পানে ব্যাকুল নয়নে;
কে আছে পাষাণ হেন পারে রে ধরায়
রাখিতে নয়ন বারি দেখি সে আননে?
বসিয়া শাহাজী সুত পড়িলা তথায়।
যবনে, পাষাণময় হৃদয় যাহার,
কহে,—আজি ভগ্নী-দুঃখে গেলরে গলিয়ে,
হাসিল,—হাসিল বালা, অতি ভয়ঙ্কর;
কহিল ভ্রাতারে হায় বিকট হাসিয়ে।

১২

"বুঝিছি, বুঝিছি তুমি এসেছ বলিতে,
'বিসর্জ্জন করিয়াছি হৃদয় তোমার';
এই কিনা? কহ ভ্রাতঃ, পারিহে বুঝিতে,
কেন দাদা, প্রাণ আজ কাঁদিছে আমার?"
আবার বিকট স্বরে হাসিলা চঞ্চলাঃ—
চমকি শিবজী হায় চাহিল কাঁপিয়ে;
কাঁপিল শিরায় রক্ত, বিষাদে কহিলা,
সম্বরিয়া শোক বেগ, দমিয়া হৃদয়ে।

১৩

"আবার জিজ্ঞাসি কহ, ভগিনি চঞ্চলে,
নহ কি ভারতে তুমি বীরের নন্দিনী?

নহ কি বীরের পত্নী, নহ কি, সরলে,
বীরের ভগিনী তুমি, বীরের জননী ?
কি বলিব আর তবে ? শোভে কি তোমারে,
সামান্য তনয় তরে বিলাপ এমন ?
স্বামী তব,—ধন্য তিনি, স্বদেশের তরে,
দিয়াছেন নিজ দেহ,—ধন্য সে জীবন !!”

১৪

“হিন্দু তুমি, স্বামী তব ভবানী বাসনা,
নিজ দেহ, পুত্র দানে, পূরাণ জগতে ;
জানি, ভগ্নি, জ্বলিয়াছে হৃদয়ে যাতনা ;
নহ কি বীরের সুতা তুমি এ ভারতে ?
রবে দাসী, জন্মভূমি, জননী তোমার
পারিবে সহিতে ভগ্নি, কহতো আমারে ?
করিবে যবন হায় কত অত্যাচার,
পারিবে দেখিতে তাহা ? কি কব তোমারে ?”

১৫

“মনে কর স্বামী তব যবন সমরে,
রক্ষিবারে স্বাধীনতা, অমূল্য রতন ;
দমিয়া করাল ভাবে যবন নিকরে,
শায়িত শয়নে সেই,—গৌরব শয়ন।

ছাড়িব কি শীঘ্র মোরা ? যত দিন হায়,
থাকিবে গগনে রবি দেখিব জগতে,
পারি কি না উদ্ধারিতে ভারত মাতায়,
পারি কিনা যবনেরে সমূলে নাশিতে ?”

১৬

তুলিলা বদন পুনঃ শাহাজী-তনয়া,
চাহিলা ভ্রাতার পানে, উজ্জ্বল নয়ন ;
জ্বলিতেছে বীর তেজ শোকেতে মিশিয়া,
বাহিরিছে ক্রোধ চিহ্ন ভেদিয়া বদন।
গর্ব্বিত বিষাদ স্বরে কহিলা চঞ্চলা,
“কাঁদিবনা ভাবি আমি, তবুতো সলিল
পড়ে ভ্রাতঃ আঁখি দিয়া ; আমি যে অবলা,
অবলা কোমল প্রাণ সহজে বিহ্বল !”

১৭

“কোথায় রাখিয়া এলে তনয় আমার ?”
কাঁদিলা ব্যাকুলে পুনঃ শাহাজী-তনয়া ;
“সে যে মম প্রাণ, ভাই, রতন ধরার,
কি দোষে দোষী মা, পদে ভৈরবী অভয়া ?”
বাহিরিল শোক বেগ ফাটিয়া হৃদয়,
কাঁদিলা উন্মত্তা প্রায় শাহাজীনন্দিনী ;

কহিলা বিষাদে পুনঃ মার্হাট্টা তনয়,
"কেন কাঁদ? সাধ্বী তুমি,—মার্হাট্টা রমণী!"

১৮

"এ হেন ক্রন্দন ভগ্নি, শোভে না তোমায়;
বীরের নন্দিনী তুমি কাদিবে বিরলে?
সামান্য তনয় তরে ক্রন্দন ধরায়,
শোভে না তোমার ভগ্নি, এমন ব্যাকুলে।"
কে শুনে, কে বুঝে হায়? কালীর চরণে,
আবার পড়িল বালা আলু থালু কেশ;
নাহি জ্ঞান, উন্মাদিনী, বহিছে নয়নে,
অনর্গল অশ্রুধারা, ছিন্ন ভিন্ন বেশ।

১৯

দেখিয়া ভগ্নীর ভাব শাহাজী নন্দন,
ধীরে ধীরে বিনা শব্দে ত্যজিয়া মন্দিরে,
ধীরে ধীরে অশ্বে বীর করি আরোহণ,
চলি গেলা দ্রুত পদে সৈনিক শিবিরে।
এথায় শাহাজী সুতা চমকি উঠিলা,
চমকে বিদ্যুৎ যথা,—পাগলিনী বেশ;
দ্রুত বেগে পুরো ভাগে আবার ধাইলা,
চারিদিকে পড়িয়াছে আলু থালু কেশ।

২০

সহসা ভৈরবী-খড়্গ করিয়া গ্রহণ,
ভক্তি ভাবে শৈল-সুতে প্রণাম করিল ;
উদ্যতা আপন শির করিতে ছেদন,
কে যেন পশ্চাৎ হতে সহসা ধরিল।
দেখিলা পাশ্চাৎ ফিরি চমকি সভয়ে,
দেখিয়া শাহাজী-সুতা চরণে পড়িলা ;
স্বর্গীয় সৌগন্ধে পূর্ণ ; জগত মোহিয়ে,
সহসা স্বর্গীয় শোভা জগতে উদিলা।

২১

ধরিয়া চঞ্চলা-কর উমা-সহচরী,
আদরে যুগল করে করিলা গ্রহণ ;
আদরে হেরিলা মুখ ; রূপের মাধুরী,
মোহিত হৃদয়ে যেন করে নিরীক্ষণ।
ধীরে ধীরে সুধা স্বরে কহিলা বিজয়া
হইল আনন্দময় সে স্বরে মন্দির ;
সহসা স্বর্গীয় আভা অবনী মোহিয়া,
প্রকাশিল বীর-তেজ নয়নে দেবীর।

২২

"কেদনা, কেদনা বৎসে—শাহাজী-নন্দিনী.
ধন্য তব সাধ্ স্বামী ! ধন্য তব সুত !!

হইবে উদ্ধার ভবে ভারত জননী,
হইবে যবন ধ্বংস, হওনা শঙ্কিত।
নিয়তি খণ্ডিতে বৎসে, নাহিক ক্ষমতা,
নিয়তি লিখন যাহা ভারত-ললাটে
হয়েছে,—আর না হবে,—বীরের দুহিতা,
যবনের পদাঘাত ভারত মুকুটে।"

২৩

"লইয়া করাল অসি যাওলো সমরে,
পরাস্ত যবন হ'বে কৃপাণে তোমার;
দমিয়া গৌরবে বৎসে যবন নিকরে,
উজ্জ্বল করলো মুখ ভারত-মাতার।
বলেছেন এই কথা তোমারে অভয়া,
ভারতের স্বাধীনতা হইবে জগতে;
আমি কহি একবার শাহাজী তনয়া,
দেখাও রমণী-বীর্য্য,—সোনার—ভারতে।"

২৪

কহিতে কহিতে নভে বিজয়া উঠিলা,
রহিলা আশ্চর্য্যে চাহি শাহাজী দুহিতা;
"অনতি বিলম্বে পুত্রে পাইবে চঞ্চলা,
পাইবে দেখিতে তাঁরে,—দেখাও ক্ষমতা।"

মিশাইল নীল নভে,—রূপের ছটায়,
উজলিয়া আকাশের সুনীল মাধুরী,
ভাবিলা শাহাজী-সুতা সহসা ধরায়,
নীরবিলা সুমধুর সঙ্গীত লহরী।

চতুর্থ সর্গ।

১

দাঁড়ায়ে পর্ব্বত পরে বীর পঞ্চদশ,
মহারাষ্ট্র সেনাপতি,—বীর অবতার ;
সুন্দর তুরঙ্গ পৃষ্ঠে পাইছে বিকাশ,
পঞ্চদশ শিলা সম মার্হাট্টা আকার।
অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে সবে নীরবে দাঁড়ায়ে,
বাক্ শূন্য বীর বৃন্দ চিন্তায় মগন ;
চিন্তার তরঙ্গ যেন উঠিছে হৃদয়ে,
চিন্তায় আকুল সবে,—উজ্বল বদন।

২

বীর বেশ,—প্রতি হস্তে শূল ভয়ঙ্কর,
ভর দিয়া শিলা পরে দাঁড়ায়ে নীরবে ;
ডুবিতেছে দিনমণি ত্যজিয়া অম্বর,
লোহিত সুন্দর রঙ্গে চিত্রিয়া ভূতলে।

নাহি দেখে বীর বৃন্দ প্রকৃতি সুন্দরী,
নাহি শুনে বিহঙ্গের মধুর ঝঙ্কার ;
পাষাণে গঠিত যেন পর্ব্বত উপরি,
দাঁড়ায়ে পাষাণ মূর্ত্তি,—মার্হাট্টা নিকর।

৩

সহসা পর্ব্বত রাজি কাঁপায়ে সঘনে,
কাঁপাইয়া বৃক্ষ লতা, বিহঙ্গ হৃদয় ;
ধ্বনিল তূরির ধ্বনি কাঁপায়ে গগনে,
জাগাইয়া প্রতিধ্বনি পর্ব্বত মালায়।
নড়িল মার্হাট্টা গণ,—যেমন কাননে,
দেখিয়া হরিরে করী হয় বিচলিত ;
নড়িল মার্হাট্টা চয়,—সহসা ভুবনে,
নড়িল পর্ব্বত যেন হইয়া কম্পিত।

৪

সহসা শিবজী বেগে আসিলা তথায়,
পার্ব্বতীয় হয় পৃষ্ঠে মার্হাট্টা নন্দন ;
অমনি তুলিয়া শূল, মার্হাট্টা নিচয়,
টানিলা শাণিত অসি,—করি সম্ভাষণ।
দমিলা দাম্ভিক অশ্ব মার্হাট্টা-তপন,
দাঁড়াইল তুরঙ্গম গর্জ্জিয়া গম্ভীরে ;

নত করি শির বীর, করি সম্ভাষণ,
কহিলা শিবজী তবে মার্হাট্টা নিকরে।

৫

"আবার ভারতে আজি শিবজী মিলিল,
শিবজী মিত্রের সহ কত দিন পরে!
কত ক্লেশ, কত কষ্ট সবার হইল,
কিন্তু কই আর্য্য ধ্বজা উড়েছে অম্বরে?
আবার মিলিছি সবে রায়-গড় পাশে,
এই সেই শৈল রাজি; মার্হাট্টা সম্বল;
এখানে স্বাধীন মোরা; উড়িছে আকাশে,
হিন্দুর বিজয় ধ্বজা,—অগ্রাহ্য সকল।"

৬

"তবে কি যথার্থ বন্ধু হিন্দুর বিজয়,
হয়েছে ভারত-বর্ষে? ভ্রম হে সবার।
বিধর্ম্মী যবন হায় থাকিতে ধরায়,
কই হয় বন্ধুগণ, ভারত উদ্ধার?
যত দিন বাঁচি মোরা রহিব জগতে,
তত দিন উড়িবে কি এ জয় নিশান?
তার পর বিলুণ্ঠিত যবন চরণে,
হইবে পবিত্র ধ্বজা, পবিত্র কেতন?"

৭

"এত দিন বৃথা মোরা করিয়াছি ক্ষয়,
বৃথা গেছে এত দিন, সকলি বিফল ;
পামর যবন পুনঃ আসিয়াছে হায়,
দমিতে মার্হাট্টা জাতি, হরিতে সকল।
আসিয়াছে মাহাবেত ম্লেচ্ছ সেনা-পতি,
অসংখ্য মোগল সৈন্য সহ এ দক্ষিণে ;
শুনিয়াছি নরাধম দুরাশয় অতি,
দমিবে প্রতিজ্ঞা তার শাহাজী-নন্দনে।"

৮

হাসিলা শিবজী বীর, হাসিলা সকলে,
হাসিলা সে কথা শুনি যেন অশ্বগণ ;
দমিতে শিবজী বীরে এসেছে ভূতলে,
জন কত নর লয়ে ঘৃণিত যবন ?
পুনঃ বীর গর্ব্বে সবে, শিবজী কহিলা,
"তবে বীরগণ, তবে সত্য কি ধরায়,
দমিবে যবন মোরে ? যবন আইলা,
দমিতে মূষিক ক্ষুদ্র* এ শৈল মালায় ?"

* আরঙ্গিব শিবজীকে পার্ব্বতীয় মূষিক বলিতেন।

৯

"কি করিবে বন্ধুগণ ? সম্মুখ সমরে,
দেখিবে যবন গণে ; অথবা ধরিবে ;
মোদের আপন মূর্ত্তি ? যবন কুমারে,
সায়াস্তার দশা ভবে আবার দেখাবে ?
কিন্তু বন্ধুগণ, মোরা কখন যবনে,
মিলিনি সন্মুখ রণে, কি কহ তোমরা ?"
নীরবিলা বীর শ্রেষ্ঠ ; "কি কাজ জীবনে,
যদিনা ধ্বংসিতে পারি যবনে আমরা ?"

১০

বহুক্ষণ পরে এক বৃদ্ধ সেনাপতি,
কহিলা গম্ভীর স্বরে শিবজী চাহিয়ে ;
"মম বাক্য শুন যদি বীর সেনাপতি,
অযুক্ত সন্মুখ রণ মার্হাট্টা হইয়ে।
অসংখ্য মোগল সৈন্য, অসংখ্য ক্ষত্রিয়,
আসিয়াছে মূঢ়গণ দমিতে হিন্দুরে ;
ভেবে দেখ বীরবর,—মার্হাট্টা নিচয়,
পাতসাহী টাটে ভবে কেবা কোথা পারে ?"

১১

"বৃদ্ধ তুমি," বীর গর্ব্বে প্রতাপ কহিলা,
শিবজী তৃতীয় পুত্র বীর চূড়ামণি ;

"বৃদ্ধ তুমি তাই হেন আনা'সে বলিলা,
কি ভয় মোদের ভবে আছেন ভবানী ?
পাতসাহী টাটে ভবে কেবা কোথা পারে ?
কিন্তু আর্য্য, কয়জন শিবজী সহিত,
পশিয়াছে ভীত চিত্ত যবন সমরে ?
বৃথা এ আশঙ্কা তব, বৃথায় শঙ্কিত।"

১২

"মম ইচ্ছা এই পিতঃ, মার্হাট্টা কেশরী,
এই দণ্ডে রণে পশি দেখাই যবনে,
কিরূপ মার্হাট্টা জাতি,—খেলিব চাতুরী ?
কি ভয় ? ডরিনা ম্লেচ্ছে নশ্বর ভুবনে।"
নীরবিলা বীর স্থত ; কহিল আবার,
অন্য বীর বর এক "মার্হাট্টা কেশরী !
অগণ্য অগণ্য, এই যবন নিকর,
কে পারে দমিতে এরে, না করি চাতুরী ?"

১৩

"অগন্য পাতসা সৈন্য, অগন্য যবন,
সম্মুখ সমরে বীর, কে পারে দমিতে ?
মম বাক্য শুন যদি মার্হাট্টা তপন,
সহসা আক্রম' ম্লেচ্ছে অদ্য এ নিশীথে।

অপ্রস্তুত রবে ম্লেচ্ছ, হইবে নিধন,
নিশ্চয় মোদের জয় হইবে ধরায় ;
এই যুদ্ধে হারে যদি পামর যবন,
স্বাধীন ভারত তবে মার্হাট্টা তনয়।”

১৪

হইলা সম্মত সবে এই মন্ত্রণায়,
পড়িবে নিশীথ কালে যবন শিবিরে ;
অজ্ঞাতে পড়িয়া আজি মার্হাট্টা তনয়,
নির্ম্মূল করিবে ভবে যবন নিকরে।
তখন গম্ভীর স্বরে শিবজী কহিলা,
“তবে বীরগণ ! ভাবি জননী আনন,
ভাবি ধর্ম্মসনাতন, প্রতিজ্ঞা করিলা,
যবন নিধন কিম্বা শরীর পতন ?”

১৫

“ভাবিয়া সে সব কথা, জননী আনন,
যুদ্ধ স্থির, বন্ধুগণ ; ধ্বংসহ যবনে,
হয় জয়, নহে মৃত্যু,—হইবে জীবন,
ধ্বংস ওই যুদ্ধ ক্ষেত্রে, ভারত চরণে।”
আবার তূরির ধ্বনি ; ধাইলা সকলে,
কাঁপিল পর্ব্বত মালা, কাঁপিল গগন ;

উঠিল ভীষণ ধ্বনি গগনে প্রবলে,
সহসা চমকি যেন উঠিল ভুবন।

পঞ্চম সর্গ।

১

কৌমুদী কোমল বাস পরি নিশাকর,
মোহিয়া বিটপী রাজি জ্বলিছে গগনে ;
দীপিছে শশীর করে,—অতি মনোহর,
লতা পাতা ফুল ফল এ মহা ভুবনে।
গভীর নিশীথ রাতি, নীরব সকল,
পশিয়াছে পশুগণ আপন বিবরে,
শান্তিময় চরাচর,—নিদ্রায় বিকল,
পশু পক্ষী প্রাণীগণ কানন অদূরে।

২

কেবল অদূরে ভীম যবন শিবিরে,
থেকে থেকে উঠিতেছে গভীর গর্জ্জন ;
ভেদিয়া নিশার শান্তি কাঁপায়ে অম্বরে,
গর্জ্জিছে যবন গণ, আমোদে মগন।
অদূরে সহস্র তাম্বু সুনীল প্রান্তরে,
শোভিতেছে কৌমুদীর কোমল প্রভায় ;

সহস্র মরাল যেন উল্লাস অন্তরে,
ভাসিছে বারিধি নীরে প্রফুল্ল লীলায়।

৩

উড়িছে পবন ভরে যবন কেতন,
উপহাস করি যেন ভারত সন্তানে ;
থেকে থেকে উঠিতেছে কাঁপায়ে পবন,
যবনের জয়-ধ্বনি গভীর গর্জ্জনে।
কৌমুদী ভূষিতা নিশা,—উল্লাস অন্তরে,
লভিছে বিশ্রাম এবে যবন তনয় ;
আমোদে বিজয় ধ্বনি ধ্বনিছে শিবিরে,
থেকে থেকে ঘোর রোলে,—যেনরে প্রলয়!

৫

কোথায় সুরার পাত্র ধরিয়া যুবক,
ভাবিতেছে প্রিয়সীর রূপের মাধুরী ;
সেই প্রেম ময় আঁখি,—যাহার আলোক,
সদাই জ্বলিছে সেই হৃদয় উপরি।
ভাবিতেছে,—'কত দিন কত দিন হায়,
কত দিন দেখি নাই সে চারু বদন!
কত দিন,—আর পুনঃ দেখিব ধরায়,
কে পারে বলিতে তাহা,—অদৃষ্ট লিখন ?'

৫

'প্রেয়সী এখন মোর শয়িতা শয়নে,
গবাক্ষে কৌমুদী পশি বদন তাহার,
চুম্বিতেছে মৃদু মৃদু ; সহেনা জীবনে,
হয় তো প্রিয়ারে মোর দেখিব না আর !
কেমন সুন্দর হায় কেমনে ভুলিব ?
সে চারু সুন্দর হাসি পারি কি ভুলিতে ;
যাই যদি দেশে পুনঃ হৃদয়ে রাখিব,
কৌমুদী কেননা আমি হইনু জগতে ?'

৬

কোথায় নীরবে বসি ভাবিছে তনয়,
জননীর সেই হায় বিরস বদন,
আসিতে সময়ে যবে লইলা বিদায়,
উঠিছে হৃদয়ে সেই সস্নেহ ক্রন্দন।
ভাবিছে হয় তো ভবে দেখিবে না, আর
দেখিবে না স্নেহ ময় জননী-আনন,
হয় তো বিস্তৃত ওই ভারত প্রান্তর,
হইবে,—হইবে শেষ অনন্ত শয়ন।

৭

কোথায় অভাগা পিতা ভাবিছে হৃদয়ে,
প্রফুল্ল তনয় মুখ,—আর কি ভুবনে,

দেখিবে সে প্রফুল্লিত প্রাণের তনয়ে ;
আর কি সে চাঁদমুখ দেখিবে জীবনে ?
সমর তরঙ্গে ভাসি ভুলিনি যাহারে,
ভীষণ অনল বৃষ্টি ভেদিয়া যখন,
প্রবেশিল হিন্দু দুর্গে ; কেমনে তাহারে,
কেমনে সে স্নেহ ধন ভুলিবে এখন ?

৮

সেনাপতি মহাবেত ত্যজিয়া শয়ন,
একাকী এহেন কালে ভ্রমিছে শিবিরে ;
প্রহরী জাগ্রত কিনা ; দেখিছে কেমন,
কেমনে সেনানীগণ ; কোথায় কি করে ?
উঠিতেছে থেকে থেকে উল্লাস লহরী,
প্রশান্ত হৃদয়ে সেই,—পাষাণ সমান ;
যখন মোগল সৈন্য অনিল উপরি,
থেকে থেকে জয়ধ্বনি করিছে গর্জ্জন।

৯

অমনি তরঙ্গোপরি তরঙ্গ আবার,
যশলিপ্সা ভীম বেগে ধাইছে হৃদয়ে ;
সকলি হৃদয় যেন ভুলিয়া তাহার,
উঠিতেছে যশ বলি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে।

কোথায় দিল্লির শোভা, জনক জননী,
সকলি ভুলিয়া হিয়া ভাবিছে কেমনে ;
কেমনে লভিবে যশ, কেমনে অবনী,
গাইবে তাহার নাম পর্ব্বত কাননে।

১০

ত্যজি যশ অন্য আশা উঠিতেছে মনে,
অতি উচ্চ আশা সেই,—ভাবিছে বিষাদে ;
"যে জন আয়াস বিনা দিল সাজিহানে,
দিল্লির স্বর্ণ ছত্র ; যাহার নিনাদে,
কাঁপিছে মোগল হিন্দু, অসাধ্য কি তার ?
অনায়াসে পারে সেই দিল্লি সিংহাসন,
হাসিতে হাসিতে হায় লইতে ধয়ায় ;
কিন্তু আরঞ্জিব ?" হৃদে কাঁপিল যবন।

১১

সহসা সঙ্গীত ধ্বনি লাগিল শ্রবণে,
চমকিয়া সেনাপতি মেলিলা নয়ন ;
অদূরে যবন যুবা গাইছে কাননে,
হরিষ বিষাদ স্বরে গীত মনোরম।

গীত।

প্রিয়সি আমার !

যে দিন দেখিনু তব সুচারু বদন,
সেই দিন হ'তে প্রিয়ে জ্বলিছে জীবন ;
আবার আবার চাই, সেই দিন কোথা পাই ?
সে দিন ধরায় প্রিয়ে আসিবে কি আর ?
প্রিয়সি আমার !

সেই সে প্রদোষ কাল, মধুর পবন,
পড়ে কি মনেতে প্রিয়ে সে মিষ্ট ভ্রমণ ?
দুই জনে হাত ধরে, ভ্রমিলাম ধীরে ধীরে,
সুনীল প্রান্তর পরে হাসিতে হাসিতে ;
প্রিয়সি আমার ?

আবার কি আসিবে না সে দিন ধরায় ?
হবে না কি কোন দিন শীতল হৃদয় ?
মনে হয় তাই প্রিয়ে, সাধ করে তোমা নিয়ে,
লুকায়ে সাগর গর্ভে কাটাই জীবন।
প্রিয়সি আমার !

১২

ধীরে ধীরে সুধা স্বর মিলিল বাতাসে,
ধীরে ধীরে নীরবিলা সঙ্গীত লহরী ;

"প্রিয়সি—আ-মা-র" ধ্বনি মোহিয়া আকাশে,
মিলিল বিষাদে হায় অনিল উপরি।
আবার সহসা যেন জাগিয়া উঠিল,
ধীরে ধীরে মৃদু মৃদু,—অতি মনোহর ;
নহে এ সঙ্গীত ধ্বনি, এবার ধ্বনিল,
সুললিত সুমধুর বীণার ঝঙ্কার।

১৩

জ্ঞান শূন্য সেনাপতি, জানেনা কখন,
থামিয়া সঙ্গীত ধ্বনি, বীণার ঝঙ্কার,
আরম্ভিছে সুললিত মোহিয়া ভুবন ;
কোথা হ'তে এই ধ্বনি আসিছে বীণার ?
কে বাজায় নিশাকালে, কোথায় কাননে,
ভাবিতেছে সেনাপতি সকলি মধুর ;
সকলি সঙ্গীতে পূর্ণ ; সমস্ত ভুবনে,
ব্যপিয়াছে এমধুর বীণার ঝঙ্কার।

১৪

সহসা মধুর ধ্বনি চলিতে লাগিল,
ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে, চলিল সরিয়ে ;
জ্ঞান শূন্য সেনাপতি, নীরবে চলিল,
নীরবে, চলিল ধীরে উল্লাস হৃদয়ে।

সহসা নীরব ধ্বনি ; বীণার ঝঙ্কার,
মৃদুল মধুর ধ্বনি সহসা থামিলা ;
চমকি উঠিলা বীর ; সহসা তাহার,
হইল চৈতন্যোদয়—চমকি দেখিলাঃ—

১৫

চারিদিকে মরুসম ভীষণ-প্রান্তর,
জন শূন্য, জীব শূন্য, নীরব ভীষণ ;
ব্যাপিয়াছে শত ক্রোশ, যেমতি সাগর,
নহে ত শিবিরএই ; কোথায় যবন !!
সভয়ে সম্মুখে বীর চাহিলা অধীরে,
কোমল আলোকে দীপ্ত হইল প্রান্তর ;
দেখিলা আশ্চর্য্যে বীর আলোক ভিতরে,
দাঁড়ায়ে অবলা দুই ; অতি মনোহর !

১৬

মনোহর সুরবালা ;সুবর্ণ লতিকা,
জ্বলিছে প্রান্তর, চারু রূপের ছটায় ;
বিমল মধুর আভা লজ্জিয়া চন্দ্রিকা,
বাহিরিছে আঁখি হ'তে মোহিয়া ধরায়।
সহসা আবার বীণা বাজিয়া উঠিল,
আবার বীণার স্বরে মোহিত যবন ;

আবার থামিল পুনঃ ;—অবলা যুগল,
আন্দোলি ললিত বাহু করি সম্ভাষণ,

১৭

"এস এস মহাবেত বীর সেনাপতি !"
কহিল মধুর স্বরে,—অতি মনোহর ;
সে স্বরে মোহিত হায় মার্হাট্টা অরাতি,
মোহিত অবনী তায় ; হইল ঝঙ্কার :—
"এস এস বীরবর, ভারত—উজ্জ্বল,
তোমার অসির বল কে পারে রোধিতে ?
রাজলক্ষ্মী, সেনাপতি, মোদের প্রেরিল,
সম্ভাষিতে বীর বরে সোণার ভারতে !"

১৮

ধীরে ধীরে সেনাপতি কহিল যুগলে,
"কমলার সহচরী যদ্যপি তোমরা,
প্রণমিছে মহাবেত চরণ কমলে ;
দরিদ্র সেনানী আমি, ত্রিদিবে যাঁহারা,
সতত করেন ক্রীড়া, তাঁদের ভুবনে
সামান্য নরের তরে হায় আগমন !
যদি দেবি, লভে থাকি যশ, এ কৃপাণে,
তাঁহারি কৃপায় তাহা, তাঁহারি প্রদান ;"

১৯

"যে কারণে আসিয়াছি কহি হে যবন !
আসিতেছে সিংহী এক দমিতে তোমারে ;
সাবধান সেনাপতি,—হও সাবধান,
যেন হে যবন-শশী না ডুবে সাগরে।
চলিনু চলিনু বীর, চলিনু আমরা,
ভুলিও না রাজলক্ষ্মী, ভুলনা কখন ;
আসিতেছে সিংহী সহ, বীরঙ্গে যাহারা,
কাঁপাইছে ভারতেরে,—হও সাবধান ?"

২০

মিলিল আকাশ পটে ; সহসা আবার,
ধীরে ধীরে মৃদু মৃদু আবার ধ্বনিল,
মধুর মৃদুল ধ্বনি, বীণার ঝঙ্কার ;
জ্ঞান শূন্য মহাবেত আবার চলিল।
সুধাপূর্ণ তারা, শশী ; সমস্ত ভুবন,
মৃদুল সঙ্গীতে পূর্ণ,—অতি মনোহর ;
জ্ঞান শূন্য সেনা-পতি, পিয়িছে শ্রবণ,
সকল ভুলিয়া সেই মধুর ঝঙ্কার।

২১

সহসা নীরব ধ্বনি হইল আবার,
আবার চমকি বীর চাহিলা সভয়ে ;
দেখিলা শিবির সেই, নহেক প্রান্তর,
দাঁড়াইয়া সেই স্থানে বিষাদ হৃদয়ে।
দেখিলা পতিত অসি বিকল চরণে,
তুলিয়া লইল বীর, সহসা ভীষণ,
উঠিলেক কোলাহল কম্পিয়া জীবনে ;
ধাইলা পবন বেগে শিবিরে আপন।

২২

"মা ভৈঃ মা ভৈঃ" শব্দ উঠিছে ভুবনে,
পড়িয়াছে মহারাষ্ট্রে নাশিতে যবন ;
"জয়-মা-ভবানী" ধ্বনি উঠিছে গগনে,
কাঁপাইয়া জল স্থল, কাঁপায়ে ভুবন।
অসংখ্য যবন সৈন্য, দেখিয়া অরিরে,
সাজিলা সত্বর সবে, লইল কৃপাণ ;
যবন মাহ্রাট্টাগণ পশিল সমরে,
পর্ব্বতে পর্ব্বতে যেন হইল ঘর্ষণ।

২৩

সহসা মার্হাট্টা সৈন্য ভঙ্গ দিল রণে,
"ফতে হো দিল্লিকো" শব্দে কাঁপিল প্রান্তর ;
চমকি শিবজী বীর লোহিত নয়নে,
দেখিলা পলায় হিন্দু ত্যজিয়া সমর।
সম্মুখ সমরে যদি হইত শিক্ষিত,
তবে কিরে মহারাষ্ট্র হারিত জগতে ?
তবে কি ক্রন্দন ধ্বনি হইত উত্থিত,
বিদেশীর পদাঘাতে আজি এ ভারতে ?

ষষ্ঠ সর্গ।

১

ভয়ঙ্কর ! চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল,
সহস্র সহস্র অশ্ব ধাইছে প্রবলে ;
ভাঙ্গি বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, ভাঙ্গিয়া সকল,
সহস্র সহস্র অশ্ব ধাইছে অচলে।
ভয়ানক বিশৃঙ্খল ! কেবল ভীষণ,
উঠিতেছে তুরঙ্গের চরণ-নিনাদ ;

ধাইয়াছে ঊর্দ্ধ-শ্বাসে, ভাঙ্গি গুল্ম বন,
পলাইছে পশুকুল ভাবিয়া প্রমাদ।

২

সহস্র সহস্র সেনা, মাহ্রাট্টা সন্তান,
ধাইয়াছে ঊর্দ্ধ শ্বাসে, অতি বিশৃঙ্খল ;
নহে স্থির, জ্ঞান শূন্য, কেবল কৃপাণ,
নিশার চন্দ্রিকালোকে জ্বলিছে উজ্জ্বল।
উঠিছে পর্ব্বত পরে তুরঙ্গ নিচয়,
ধাইয়াছে প্রাণ পণে ভীম যাতনায় ;
ঘর্ম্মে আর্দ্র ক্লান্ত দেহ,—অসহ্য প্রহার,
অজ্ঞান তুরঙ্গ বৃন্দ জ্ঞান শূন্য ধায়।

৩

সকলি লইয়া হায় আকুল জীবন,
কে কোথায় যাইতেছে কে কোথায় রয় ;
অজ্ঞান মাহ্রাট্টা সৈন্য,—সম্পূর্ণ অজ্ঞান,
ধাইয়াছে জ্ঞান শূন্য পর্ব্বত মালায়।
উঠিছে ভীষণ নাদ, পাষাণ উপর,
লাগিয়া অশ্বের সেই ধাবিত চরণ ;
ভাঙ্গি গুল্ম, লতা শৈল, বিটপী নিকর,
ধাইয়াছে তুরঙ্গম কম্পিয়া ভুবন।

৪

উঠিতে অক্ষম অশ্ব,—পড়িছে ভূতলে,
সে উচ্চ পর্ব্বত হ'তে,—ভীষণ পতন ;
চূর্ণ চূর্ণ, শত চূর্ণ, পড়িয়া প্রবলে,
নিবিতেছে ভীম রূপে মার্হাট্টা জীবন।
কে কোথায় যাইতেছে, কে কোথায় রয়,
না দেখে মার্হাট্টা সুত, সম্পূর্ণ অজ্ঞান ;
শত শত অশ্ব হায়, দুর্ব্বল হৃদয়,
পড়িতেছে পথিমাঝে, ত্যজিতেছে প্রাণ।

৫

ধাইছে সম্পূর্ণ অন্ধ, সহসা পর্ব্বতে,
লাগিয়া প্রবলে পদ তুরঙ্গ পড়িল ;
পড়িল মার্হাট্টা সুত, দেখিতে দেখিতে,—
সহস্র তুরঙ্গ পদ মস্তকে লাগিল।
দলিত তুরঙ্গ পদে মার্হাট্টা সন্তান,
দেখিল না কেহ হায়, ভীষণ সময়ে,
ভীষণ ভীষণ মৃত্যু, পলাইল প্রাণ,
এক বার মুহূর্ত্তেক চন্দ্রমা দেখিয়ে।

৬

এই রূপে শত শত ত্যজিছে জীবন;
না দেখে মার্হাট্টা কুল, ব্যাকুল হৃদয়;
কে কোথায় মরিতেছে, কোথায় পতন,
কোথায় জনক হায়, কোথায় তনয়!
অজ্ঞান মার্হাট্টা কুল ধাইছে অজ্ঞানে,
পড়িতেছে কত শত সরিৎ সলিলে;
কত শত কত স্থানে ত্যজিছে জীবনে,
কেবল ভীষণ নাদ উঠিছে অনিলে।

৭

পরাস্ত যবন করে মার্হাট্টা সন্তান,
পড়েছিল ভীম তেজে যবন শিবিরে;
সেনাপতি বীর শ্রেষ্ঠ শাহাজী নন্দন,
কিন্তু পুনঃ জয়ী শত্রু ভীষণ সমরে।
পলাইছে মহারাষ্ট্র ত্যজিয়া সমর,
একি এ ঘটনা ভবে? একি এ ধারায়?
জানেনা পলায় কেন মার্হাট্টা নিকর,
জানেনা কেন যে রণ ত্যজিলা সবায়।

৮

কোথায় শাহাজী সুত মৃত কি জীবিত,
না জানে মার্হাট্টা কুল ধাইছে ব্যাকুলে।
না জানে কিছুই তারা, কেন যে এমত,
কেন যে ধাইছে সবে এমন প্রবলে ?
ভেদিয়া নিশার শান্তি, উঠিছে ভীষণ,
উঠিতেছে পদ শব্দ, তুরঙ্গ নিচয় ;
শত শত ক্ষুদ্র প্রাণী ত্যজিছে জীবন,
ভাবিয়া জগতে আজি ভীষণ প্রলয়।

৯

সহসা ভেদিয়া সেই ভীম কোলাহল,
ভেদিয়া ভীষণ শব্দ কাঁপায়ে ধরায় ;
কাঁপায়ে মার্হাট্টা হিয়া গরজি উঠিল,
"দাঁড়ারে দাঁড়ারে মূর্খ, মার্হাট্টা তনয়।"
দাঁড়া'ল মার্হাট্টা-অশ্ব জানেনা কেমনে,
দঁড়াইল সৈন্যগণ,—সম্পূর্ণ অজ্ঞান ;
সহসা ভীষণ শব্দ শান্তিয়া ভুবনে,
নীরবিলা ;—শান্তিময় ভূতল গগন।

১০

সহসা যেনরে সব হইল পাষাণ,
না নড়ে তুরঙ্গ রাজি, না ধায় প্রবলে ;

হইল পাষাণ যেন মার্হাট্টা সন্তান,
না নড়ে কৃপাণ আর,—না ধায় প্রবলে।
সহসা জগত যেন ডুবিল সাগরে,
শান্তি-দেবী অধিকার করিলা ভুবন;
না নড়ে বিটপী পত্র, আর সে অম্বরে,
ধ্বনে না ভীষণ শব্দে অশ্বের গর্জ্জন।

১১

দেখিলা সভয়ে চাহি মার্হাট্টা নিকর,
সম্মুখে ভীষণা মূর্ত্তি, চন্দ্রিকা প্রভায়;
ভাবিলা ভৈরবী যেন, অতি ভয়ঙ্কর?
আসিলা রক্ষিতে আজ মার্হাট্টা তনয়।
ভীমা মূর্ত্তি অশ্ব পরে, সকলি ভীষণ,
পড়িয়াছে মুক্ত কেশ তরঙ্গের ন্যায়;
ভীম বেশ,—দেখি সেই উজ্জ্বল বদন,
সভয়ে দাঁড়ায়ে যেন তুরঙ্গ নিচয়।

১২

জ্বলিছে উন্মুক্ত অসি কৌমুদী প্রভায়,
বাম করে উড়িতেছে মার্হাট্টা-কেতন;
বীর বেশ বীরাঙ্গনা,—কম্পিয়া ধরায়,
টানিয়া অশ্বের রজ্জু দাঁড়ায়ে ভীষণ।

গর্জ্জিছে গম্ভীরে অশ্ব, চরণ প্রহার,
করিতেছে থেকে থেকে সুদৃঢ় পাষাণে ;
গরবে দাঁড়ায়ে বাজি, ফুলায়ে কেশর,
বাহিরিছে ক্রোধে বহ্নি উজ্জ্বল নয়নে।

১৩

উড়িছে পবন ভরে মার্হাট্টা-কেতন,
শ্বেত বর্ণ শূল চিহ্ন, কৌমুদী প্রভায় ;
দেখিলা সভয়ে সব মার্হাট্টা-নন্দন,
সম্মুখে করালী মূর্ত্তি পর্ব্বত মালায় !
অচল মার্হাট্টাগণ, জ্ঞান শূন্য হায়,
কি করিছে, কি দেখিছে না জানে তাহারা ;
দেখিয়া সে ভীমা মূর্ত্তি কাঁপিছে হৃদয়,
ভীষণ সমরে কভু কম্পে না যাহারা।

১৪

আবার গর্জ্জিল ধ্বনি পর্ব্বত-মালায়,
নিশার ভীষণ শান্তি গম্ভীরে ভেদিয়া ;
"দাঁড়ারে দাঁড়ারে মূর্খ, মার্হাট্টা-তনয়,
কাঁপিল পাষাণ হিয়া, দেখিল চাহিয়া।
সহসা চৈতন্যোদয়,—আবার হৃদয়ে,
ধাইলা শোণিত বেগে কাঁপায়ে ধমনী ;

নীরবে মার্হাট্টাগণ ভাবিলা সভয়ে,
"এই সেই বীরাঙ্গনা শাহাজী নন্দিনী।"

১৫

নীরবে মার্হাট্টাগণ ;—কি কহে বাঘিনী,
মার্হাট্টা তনয় আজি পলায় সমরে !
কৌতূহল, ভীত চিত্তে,—শাহাজী নন্দিনী
কি কহে ? কি কহে আজি মার্হাট্টা নিকরে !
সহসা করালী মূর্ত্তি চমকি উঠিল,
নড়িল পর্ব্বত যেন সভয়ে কাঁপিয়ে ;
ভেদিয়া নিশার শান্তি,—অশনি পড়িল,
কহিল শাহাজী সুতা কম্পিয়া হৃদয়ে।

১৬

"কি দেখি সম্মুখে আমি এইকি ভারত,
একি সেই মহারাষ্ট্র এই কি তাহারা ?
কাঁপিত যাদের নামে সমস্ত জগত,
ডরেনা, ডরেনা কভু সমরে যাহারা !
এই সেই মারহাট্টা ? থাকিতে কৃপাণ,
থাকিতে শাণিত অসি সবল বাহুতে,
ত্যজিয়াছে যুদ্ধ ক্ষেত্র,—এতরে জীবন ?
কি দেখিনু মারহাট্টা ডরেরে মরিতে ?"

১৭

"এই তো সম্মুখে সব দাঁড়ায়ে আমার,
এই তো কৃপাণ হস্তে,—শাণিত কৃপাণ ;
সেই তো তুরঙ্গ রাজি,—মার্হাট্টা নিকর,
সেই অসি,—সেই বেশ,—তবেরে এমন ?
তবেরে এমন আজি ? মার্হাট্টা তনয়,
ত্যজিয়া সমর ক্ষেত্র লইয়া জীবন,
পলায় পলায় হায় যবনের ভয়,
পলায় দাসত্ব ভার করিয়া গ্রহণ !"

১৮

"এখন তো উদিতেছে গগনে তপন,
এখন তো তারা-কুল রয়েছে অম্বরে ;
এখন তো ওই শশী উজলি গগন,
দিয়িছে কোমল কর মনুষ্য নিকরে।
এখন তো বিন্ধগিরি স্থাপিত সেখানে,
এখন তো সেই সব, সেই তো ভারত ;
কই কই, এখন তো প্রলয় ভুবনে
হয়নি ? হয়নি ধ্বংস বিস্তৃত জগত ?"

১৯

"কেন রে তবে রে আজি মার্হাট্টা নিকর,
থাকিতে কৃপাণ করে পলায় সমরে

অর্পিয়া ভারত মাতা ;—কেমনে প্রান্তর,
ত্যজিলা মাহ'াট্টা আজ ফেলিয়া মাতারে ?
হইতে পারে না যাহা কেমনে হইবে,
মাহ'াট্টা সমর ক্ষেত্রে ত্যজেছে জীবন ;
জানি আমি মহারাষ্ট্র আনন্দে মরিবে,
রক্ষিবারে স্বাধীনতা,—অমূল্য রতন।"

২০

"এসব মাহ'াট্টা প্রেত ;—নহেক জীবিত,
প্রেত মূর্ত্তি এই সব ; ত্যজেছে সমরে
সহস্র সহস্র প্রাণ ; নহেক শঙ্কিত,
ডরে না মাহ'াট্টা কভু যবন নিকরে।
থাকিতে গগনে রবি, সমুদ্রে জীবন,
মাহ'াট্টা তনয়গণ মরিতে ডরিবে ?
পলায় মাহ'াট্টা যুদ্ধে ডরিয়া যবন,
হইতে পারে না যাহা কেমনে হইবে !!"

২১

"নানা মূর্খা আমি হায় ! আর কি ভারতে,
আছে রে বীরত্ব সেই,—আছে কিরে আর
জীবিত, জীবিত এরা নিশ্চয় জগতে,
প্রাণ ভয়ে পলাইছে ত্যজিয়া সমর।

জীবিত মাহ্‌রাট্টা সুত পলায় সমরে,
শোনে না কেহ রে যেন এ কথা ভুবনে ;
ডুবুক এ কথা শীঘ্র অনন্ত সাগরে,
ডরেরে মাহ্‌রাট্টা মৃত্যু ! এতরে মরণে !!”

২২

“এতরে মরণে ভয়, রে রে কুলাঙ্গার,
কেমনে মাহ্‌রাট্টা সুত তোদের বলিব ?
ভাসাইয়া স্বাধীনতা ভারত মাতার
পলাইছ নরাধম ?—কতরে সহিব ?
সত্য কি মানব তোরা পামর নিকর,
থাকিতে শিরায় রক্ত, বাহুতে কৃপাণ
কেমনে পলাস তোরা ত্যজিয়া সমর ?
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্, মাহ্‌রাট্টা সন্তান।”

২৩

“এ নিমিত্ত, নরাধম, মাহ্‌রাট্টা রমণী,
ধরেছিল দশ মাস তোদের উদরে ?
কেন না ভীষণ বজ্র ভেদিয়া অবনী,
ধ্বংসিল মাহ্‌রাট্টা কুল, পামর নিকরে।
কোন মুখে ফিরে যাস ভেবছ আলয়ে
পাইবে বিশ্রাম স্থান ওরে নরাধম ?

মাহ'ট্টা রমণীগণ জীবন ত্যজিয়ে,
রক্ষিবে ভারত মাতা,—ভারতের মান।"

২৪

"পাবেনা আলয়ে স্থান, মাহ'ট্টা রমণী,
কাপুরুষ স্বামী শিরে করে পদাঘাত;
কাপুরুষ নর যোগ্য ভারত জননী
নহেরে পামরগণ! হউক নিপাত
ভীষণ অশনি আজ কাপুরুষ শিরে;
হউক সকল ধ্বংশ, পর্ব্বত কানন;
কোন মুখে পলাইছ ত্যজিয়া সমরে?
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্, কাপুরুষগণ!"

২৫

"কোথা হ'তে কোন জাতি আসিয়া ভারতে,
করিতেছে পদাঘাত তোদের মাথায়,
হারাইয়া স্বাধীনতা অমূল্য জগতে,
পলাইছ ঊৰ্দ্ধশ্বাসে ত্যজিয়া মাতায়?
কি বলিব? কি বলিব? সহেনা হৃদয়ে,
সহে কি অবলা হৃদে অসহ্য যাতনা?
পালাইছে মহারাষ্ট্র যবনের ভয়ে,
কতরে সহিব প্রাণে? আর যে পারিনা!"

২৬

"পড়ুক তোদের শিরে ভীষণ অশনি,
হউক এখনি ধ্বংস অধম জীবন ;
জানিত এরূপ তোরা,—তোদের জননী,
তবে কি রক্ষিত সবে ? ওরে নারাধম !
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ মাহ্‌র্াট্টা সন্তান,
কি কাজ কৃপাণে,—আর কি কাজ জীবনে ?
আজ্ঞা মোর, এই দণ্ডে এ পাপ জীবন,
ধ্বংস কর্ নদী গর্ভে ;—ভয়রে মরণে !"

২৭

"অতি অভাগিনী তুমি ভারত-জননী !
ওই দেখ পলাইছে তোমার সন্তান,
তোমারি তনয় মাতঃ, চির বিষাদিনী,
মাতারে যবন করে করিয়া অর্পণ।
ওই দেখ প্রাণ ভয়ে পলায় এখন,
ডুবাইয়া স্বাধীনতা, ত্যজিয়া তোমায় ;
ত্যজিয়া সমর ক্ষেত্রে করে পলায়ন,
নিক্ষেপি পশুর অঙ্কে পবিত্র মাতায়।"

২৮

"কাত্যায়িনি, দয়াময়ি, কে আর ভারতে,
পূজিবে ও রাঙ্গা পদ ? কে আর ডাকিবে ?

পড়িল হিন্দুর ধ্বজা পড়িল জগতে,
নাশিল পবিত্র ধর্ম্ম,—কে আর রক্ষিবে ?
কাত্যায়িনি, ত্রিলোকিনী, জগত জননি !
একা আজি এ জগতে প্রলয় করিব ;
বীরের জননী আমি,—মাহ্‌রাট্টা রমণী,
সহেনা সহেনা আর, কত বা সহিব ?"

২৯

ধাইলা তুরঙ্গ বেগে কম্পিয়া অচল,
সহসা বিদ্যুৎ যেন ছুটিল গগনে ;
ফিরিল মাহ্‌রাট্টা কুল, নীরবে ফিরিল,
ধাইলা অশনি বেগে কম্পিয়া ভুবনে।
প্রলয় পাবক যেন সহসা উঠিল,
তাড়িত হইয়া বেগে প্রলয় পবনে ;
সংহারিণী শক্তি সহ গরজি চলিল,
ধ্বংসিবে ব্রহ্মাণ্ড আজ,—ধ্বসিবে যবনে।

সপ্তম স্বর্গ।

১

অজেয় মার্হাট্টা দুর্গে সুন্দর কানন,
লতা পাতা ফুল ফলে অতি সুশোভিত ;
সুন্দর নিকুঞ্জ রাজি,—মলয় পবন ,
বসন্ত উল্লাসে যেন সদা বিরাজিত।
কোকিলের কুহুরব, অলির ঝঙ্কার,
কুসুম সৌরভ সদা বিমল অনিলে ;
মোহিত বিহঙ্গ গণ সৌন্দর্য্যে তাহার,
নন্দন কানন যেন উদয় ভূতলে।

২

এ হেন কানন মাঝে সুন্দর প্রাসাদ,
মনোহর কারু কার্য্যে গঠিত পাষাণে ;
চারি দিকে আলয়ের মধুর নিনাদ
ধ্বনিছে ললিত স্বরে মোহিয়া ভুবনে।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনোহর ব্রততী নিকর,
উঠিয়াছে প্রাসাদের ললিত প্রাচিরে ;

কত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিটপী সুন্দর,
রয়েছে স্থাপিত চারু সোপান উপরে।

৩

কোমল কৌমুদী করে হাসিছে সুন্দর,
সুন্দর কানন মাঝে সুন্দর আবাস ;
থেকে থেকে কুহুরবে মোহিয়া অম্বর,
উঠিছে কোকিল ভাবি কৌমুদী দিবস।
এ হেন বিমল নিশা !—যখন কোকিল,
উঠিতেছে কুহু কুহু, কুহু কুহু করি ;
উঠিছে কাঁপিয়ে রাতি, কাঁপিছে অনিল,
সুধা বৃষ্টি যেন হয় ভূতল উপরি।

৪

বিমল চন্দ্রিকা-লোকে হাসিছে কানন,
হাসে যথা চারু দ্বীপ সাগর সলিলে ;
খেলিতেছে রতি সহ সদাই মদন,
সদাই বসন্ত খেলে মলয় অনিলে।
নীরবে বিমল নিশা কৌমুদী প্রভায়,
হাসিতেছে মৃদু মৃদু দেখিয়া শশীরে ;
সে মৃদু কোমল হাসি মোহিছে ধরায়,
হাসিছে প্রকৃতি সতী, হাসায়ে প্রাণীরে,

৫

সুন্দর প্রাসাদ মাঝে কোমল শয়নে,
শায়িতা যুবতী রত্ন বিভোর নিদ্রায় ;
ভূষিত প্রকোষ্ঠ রত্নে ;—গঠিত সুবর্ণে
কত শত চিত্র লেখা ;—সুবর্ণ লতায়।
জ্বলিছে সুবর্ণ দীপ অতি মনোহর,
উজলিয়া প্রকোষ্ঠের রতন নিচয় ;
ভাসিতেছে সুসৌরভ অনিল উপর,
আমোদিয়া কাননের রতন আলয়।

৬

প্রদীপ আলোকে দীপ্ত, দীপিছে সকল,
নাহি জীব সুললিত প্রকোষ্ঠ ভিতর ;
কেবল শয়নে চারু নিদ্রায় বিকল,
কোমল যুবতী দেহ, অতি মনোহর !
চারু উপাধান পরে কোমল বদন,
রয়েছে অযত্নে স্থিত, বিভোর নিদ্রায় ;
আচ্ছাদিত চারুদেহ,—কোমল বসন,
ঢাকিয়াছে যুবতীর কোমল কায়ায়।

৭

কেবল বদন অর্দ্ধ কোমল শয্যায়,
প্রকাশিছে যুবতীর রূপের মাধুরী ;

শান্তিময় পুষ্প দেহ বিভোর নিদ্রায়।
পতিত গোলাপ যেন বরফ উপরি।
বিরস বিষণ্ণ কিন্তু ললিত আনন,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বালা হয়েছে নিদ্রিত;
প্রস্ফুটিত সরোজিনী বিষণ্ণ যেমন,
ভীষণ আতপ তাপে হইয়া তাপিত।

৮

এখন ও সলিল বিন্দু চারু গণ্ডে হায়,
ঝকিছে আলোকে, মুগ্ধ করিয়া জগত;
গোলাপে শিশির বিন্দু যেমন উষায়,
মৃদু মৃদু উজ্জ্বলিত মোহিয়া ভারত।
ললিত যুবতী দেহ এখন নিদ্রায়,
উঠিছে চমকি যেন থাকিয়া থাকিয়া;
এখন যুবতী যেন, এখন শয্যায়,
উঠিতেছে থেকে থেকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।

৯

নীরবে প্রতাপ গৃহে প্রবেশ করিলা,
বীর বেশ, বীর সুত জ্বলিছে নয়ন;
শোক, গর্ব্ব লজ্জা ক্রোধ সকল মিশিলা,
বাহিরিছে রুদ্র তেজ ভেদিয়া বদন।

এখন ভীষণ করে উন্মুক্ত কৃপাণ,
ভীম অসি, ভীম ভাব শোণিতে রঞ্জিত;
এখন হৃদয়ে যেন জ্বলিছে ভীষণ,
ভীষণ,—ভীষণ ক্রোধ, হইছে কম্পিত।

১০

ধীরে ধীরে বিনা শব্দে শিবজী নন্দন,
দাঁড়াইল আসি পার্শ্বে যুবতী শয়নে;
দেখিয়া সুন্দর সেই কোমল বদন,
বিন্দু বিন্দু বারি বিন্দু উদিলা নয়নে।
ধীরে ধীরে ভীম অসি স্থাপিলা ভূতলে,
এক দৃষ্টে দেখে বীর সে চারু বদন;
কত ভাব! কত প্রেম! কত যে প্রবলে!!
ধীরে ধীরে চারু গণ্ডে করিলা চুম্বন।

১১

প্রতাপের এক মাত্র হৃদয় রতন,
প্রতাপের প্রিয় পত্নী যুবতী সরলা,
সহসা উল্লাস যেন বিষণ্ণ বদন,
প্রতাপ-হৃদয়-রত্ন, চমকি উঠিলা।
চমকি উঠিয়া বালা সভয়ে চাহিলা,
দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিলা গলায়;

প্রতাপ হৃদয়ে শির লুকায়ে সরলা,
কাঁদিলা ব্যাকুল ভাবে, কাঁদায়ে হৃদয়।

১২

সাদরে তুলিয়া মুখ শিবজী তনয়,
আবার আবার গণ্ডে করিলা চুম্বন ;
ভুলিলা প্রতাপ সব,—উল্লাস হৃদয়,
কোথা রণ, কোথা সৈন্য, কোথায় যবন ?
তুলিয়া বদন করে কহিলা আদরে,
"প্রাণেশ্বরি, প্রিয়তমে, কেন কাঁদ আর ?
এই দেখ আসিয়াছি,—মরি নি সমরে,
কেমনে মরিব মুখ না দেখি তোমার ?"

১৩

"প্রিয়তমে, প্রাণেশ্বরি" আবার চুম্বন,
আবার শিবজী সুত আদরে কহিলা,
"মরিনি, হৃদয়েশ্বরি,—এ চারু বদন,
কেমনে ভুলিব আমি ?" আবার চুম্বিলা।
কাঁদি কাঁদি কহে বালা, "কহ প্রাণেশ্বর,
কেমনে যবন কুল ধ্বংসিলে সমরে ?
গিয়াছে ভারত ত্যজি যবন নিকর,
উড়েছে কি হিন্দু-ধ্বজা ভারত অম্বরে ?"

১৪

চমকি শিবজী সুত কহিলা সভয়ে,
"প্রাণেশ্বরি, প্রিয়তমে, কি কব তোমায় ?
কেন কাঁদ ? তাই আমি সমর ত্যজিয়ে,
এসেছি দেখিতে মুখ,—ডুবায়ে মাতায় !!"
"বুঝিয়াছি প্রাণেশ্বর এসছ ডুবায়ে,
আসিয়াছ ভারতেরে ডুবায়ে সাগরে !
কি করিলে প্রাণেশ্বর, সমর ত্যজিয়ে ?
আসিলে ডুবায়ে হায় ভারত মাতারে ?"

১৫

ধীরে ধীরে তুলি অসি শিবজী নন্দন,
চুম্বিয়া বদন পুনঃ কহিলা গম্ভীরে ;
"এই দেখ প্রাণেশ্বরি, আমার কৃপাণ,
বিনা রক্তে ফিরে নাই, কহিনু তোমারে।
নিয়তি লিখন হায় ! হৃদয় রতন,
ভীষণ অশনি পাত ভারত ললাটে ;
ভাবিওনা কাপুরুষ শিবজী নন্দন,
পরাস্থ মার্হাট্টা প্রিয়ে, যবন নিকটে।"

১৬

ধরিয়া সাদরে কর শিবজী নন্দন,
ধীরে ধীরে তুলিলেক হৃদয় রতনে ;

হৃদয় ধরিয়া পত্নী পরি আলিঙ্গন,
ধীরে ধীরে মন্দে মন্দে আসিলা কাননে।
বহিছে মলয় বায়ু,—উপরে গগন,
হাসিছে সুন্দর শশী মোহিয়া জগতে;
ভূতলে সুন্দর সব,—সুন্দর ভুবন,
সুন্দরী যুবতী রত্ন সোণার ভারতে।

১৭

আবার তুলিয়া মুখ এক দৃষ্টে হায়,
দেখিলা মোহিত চিত্তে শিবজী নন্দন;
জ্বলিছে সরোজ যেন চন্দ্রিকা প্রভায়,
আবার আদরে বীর করিলা চুম্বন।
"প্রিয়তমে ইন্দুমতি!" কাঁদিয়া উঠিলা,
কাঁদিলা প্রতাপ হায় ব্যাকুল হৃদয়;
পাষাণ গলিত আজি,—কাঁদিয়া কহিলা,
"আর বুঝি এ জগতে পাবনা তোমায়!!"

১৮

বিষাদে উন্মত্তা প্রায় চাহিলা অবলা,
চাহিলা স্বামীর পানে ব্যাকুল হৃদয়;
প্রতাপ হৃদয়ে মুখ লুকায়ে সরলা,
কাঁদ কাঁদ স্বরে বালা কহিলা তাহায়।

"কেন হায় প্রাণেশ্বর ত্যজিলা সমর ?
ওই বুঝি আসিতেছে————,
ওই বুঝি ওই হায়—যবন নিকর,
লয় মোর হৃদয়েশে,—নাশিয়া আমারে ?"

১৯

সভয়ে সরলা ইন্দু স্বামীর হৃদয়ে
লুকাইলা স্বীয় শির,—কম্পিত শরীর ;
আদরে প্রতাপ, পত্নী হৃদয়ে লইয়ে,
কহিলা ব্যাকুল স্বরে হইয়া অধীর।
"ভয় কি, ভয় কি প্রিয়ে, ভয় কি তোমার?
এই তো রহিছি আমি, কোথায় যবন ?
হারিয়াছে সত্য বটে মার্হাট্টা ধরায়,
ভয় কি তোমার ভবে হৃদয় রতন ?"

২০

"আবার যাইব রণে—" চমকি অবলা,
চমকি স্বামীর পানে চাহিল আবার ;
ধাইল শোণিত বেগে,—কাঁপিলা সরলা,
উদিল সমর ক্ষেত্র হৃদয়ে তাহার।
ধরিয়া আদরে কর শিবজী নন্দন,
আবার হৃদয়-রত্নে কহিল আদরে ;

"কেন, ইন্দুমতি, কেন তুমি অধীরা এমন,
মাহাট্টা রমনী তুমি ভয় কি সমরে?"

২১

"আবার যাইব রণে দেখিব যবন,
জন্মিলে মরণ ভবে আছে তো নিশ্চিত,
তবে কেন স্বাধীনতা অমূল্য রতন
ডুবাইব প্রাণেশ্বরি,—হইব শঙ্কিত?
নশ্বর অবনী প্রিয়ে,—চারু ইন্দুমতী,
মরি যদি যুদ্ধ ক্ষেত্রে,—পাইব তোমারে,
পাইব অনন্ত ধামে, নাহিক এমতি,
হিংসা, দ্বেষ, হইবে না যাইতে সমরে।

২২

তুলিলা বদন চারু, চারু ইন্দুমতী,
ধরিয়া স্বামীর কর কহিল গম্ভীরে;
"বুঝো না হৃদয় মোর তাই আমি কাঁদি,
মাহাট্টা রমণী কভু ডরে না সমরে।
না দেখিলে শত্রু রক্ত স্বামীর কৃপাণে,
মাহাট্টা রমণী কভু স্পর্শে না তাহায়;
কাঁদি আমি প্রাণনাথ, বুঝে না তো প্রাণে,
কিন্তু মোরে ভীতা কভু ভেবনা ধরায়!"

২৩

"তবে যে হৃদয় কেন কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
উঠে মোর থেকে থেকে কেমনে কহিব ?
কত যে বুঝাই আমি তবুতো হৃদয়ে,
উঠে মোর কত ভয়, কেমনে সহিব ?
গ্রাহ্য তুমি কর কেন আমার ক্রন্দন,
জান তো অবলা আমি, কোমল হৃদয় ;
জান তো জান তো নাথ, তোমায় কখন,
না দেখি থাকিতে আমি পারিনা ধরায় ?"

২৪

"আমার ক্রন্দন তরে যাইবে ভারত,
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ আমার জীবনে ;
যাও নাথ যাও রণে দেখুগ জগত,
মার্হাট্টা রমণী মন সক্ষম দমনে।"
আলিঙ্গিয়া পুনঃবীর কহিল আদরে,
আদরে কোমল কর করিয়া ধারণ ;
"রক্ষিব ভারত কিম্বা মরিব সমরে,
নিশ্চয় জানিও মোর হৃদয়-রতন !"

২৫

"কাপুরুষ কভু নয় মার্হাট্টা সন্তান ;
ডরেনা হিন্দুর সুত কখন মরিতে !

সামান্য যবনগণ, শিবজী নন্দন,
ডরেনা ম্লেচ্ছের রণে, মরিতে অসিতে ?
কিন্তু প্রিয়ে ইন্দুমতি, যখন তোমার,
তোমার বদন শশী উদয়ে হৃদয়ে ;
ভুলে যাই সব আমি ;—ত্যজিয়া সমর,
আসিয়াছি এই দেখ ভারত নাশিয়ে।”

২৬

“আর একবার হৃদে দেখিতে বাসনা,
আসিয়াছি উর্দ্ধশ্বাসে চরণে তোমার ;
শেষ মোর পূর্ণ মোর হয়েছে কামনা,
এই শেষে,—শেষ এই, প্রিয়সি আমার !!’
কাঁদিলা ব্যাকুল চিত্তে শিবজী নন্দন,
স্থাপিয়া প্রিয়সী শির হৃদয় উপরি ;
কাঁদে দুয়ে,—কাঁদে শশী, উপরে গগন,
কাদে শোকে যেন হায় প্রকৃতি সুন্দরী।

২৭

সহসা ভীষণ ধ্বনি গগন বিদারি,
উঠিল দুর্গের মাঝে ভীম আর্ত্তনাদ ;
চমকি শিবজী সুত,—চমকি সুন্দরী
উঠিলা কাঁপিয়ে হৃদে শুনিয়া নিনাদ।

ভূতলে পতিত অসি তুলিলা সত্বরে,
ধাইলা অশনি বেগে শিবজী নন্দন ;
চমকিয়া ইন্দুমতী অচল শরীরে,
দাঁড়াইয়া স্থির ভাবে, মুদিয়া নয়ন।

২৮

ফিরিল শিবজী সুত, ফিরিল আবার,
ধরিলা প্রেয়সী কর, করি আলিঙ্গন ;
আবার,—বদন শশী দেখিল আবার,
আবার আবার গণ্ডে করিলা চুম্বন।
আবার হৃদয়ে রাখি, আবার হেরিলা,
কহিলা বিষাদ স্বরে কাঁদায়ে ধরায় ;
"এই শেষ, শেষ এই,—প্রতাপ চলিলা,
প্রিয়তমে ইন্দুমতি, বিদায়,—বিদায়—!!"

অষ্টম সর্গ।

১

সুন্দর শিবির মাঝে উল্লাস অন্তরে,
বিরাজিছে মহাবেত, ম্লেচ্ছ সেনাপতি ;
শত শত স্বর্ণ দীপ জ্বলিছে অধীরে,
সৌরভে আমোদি ধরা,—বিমোহিয়া রাতি।
সুবর্ণ-আসনে বসি যবন তনয়,
পিয়িছে প্রচণ্ড সুরা, লোহিত নয়ন ;
নাহি জ্ঞান উল্লাসিত বিকল হৃদয়,
ঢুলিয়া পড়িছে শির, বিকট বদন।

২

ষোড়ষী যুবতীগণ চন্দ্রিকা বিভায়,
বসিয়া যবন পার্শ্বে, কটাক্ষে বিঁধিছে ;
উঠিছে সঙ্গীত ধারা মোহিয়া ধরায়,
শুনিয়া যবন হিয়া উল্লাসে কাঁপিছে।
উল্লাসে নাচিছে কেহ, সে চারু বদন,
স্ফুটিত সরজ তুল্য হাসিছে মধুরে ;

নাহি জ্ঞান, মদ-রসে আকুল যবন,
"গাও প্রিয়ে,গাও আরো," কহিছে আদরে।

৩

কভু কোন যুবতীরে ধরিয়া যবন,
টানিয়া আপন পার্শ্বে সাদরে বসায়;
অমনি কটাক্ষ শরে, অমনি নয়ন
হেলিয়া বঙ্কিম ভাবে বিঁধয়ে তাহায়।
ব্যাকুল যবন হিয়া;—করিলা চুম্বন;
আকর্ষিয়া হস্ত ধরি নিকটে বসায়;
কহিলা ব্যাকুল স্বরে আবার যবন,
"গাও প্রিয়ে, আরো গাও, জুড়াও জীবন!"

৪

গাইলা সুন্দরী-বৃন্দ; সঙ্গীত ধারায়,
মোহিতা যামিনী যেন নিস্তব্ধা হইলা;
আবার কাঁপিল নভঃ সঙ্গীত মালায়,
আবার সুন্দরী-গণ মধুরে গাইলা।
আবার নীরব,—স্তব্ধ তান্‌পুরা, সেতার,
স্তব্ধ যত যন্ত্রী-দল; স্তব্ধ বালাগণ;
মোহিত যবন হায়,—নাহিক তাহার,
চেতনা ধরায় আর;—মেলিলা নয়ন।

৫

অমনি যুবতী এক চম্পক বরণী,
যৌবন তরঙ্গ হৃদে উঠিছে নাচিয়ে ;
হাসিয়া ধরিলা পাত্র মধুর হাসিনী,
যবনের ওষ্ঠ প্রান্তে উল্লাস হৃদয়ে।
মুহূর্ত্তে পিয়িয়া সুরা যবন তনয়,
বাড়াইলা হস্ত, বালা করিলা চুম্বন ;
কহিলা যবন বীর ব্যাকুল হৃদয়
"কই প্রিয়ে, কই মদ,—কই ও বদন ?"

৬

আবার কটাক্ষ ওই,—কে ওই রমণী,
বসিয়া যবন পার্শ্বে হাসিছে মধুরে ?
ওই তো কটাক্ষ হানি যবনে কামিনী,
আঁটিয়া ধরিলা হস্ত হৃদয়ে আদরে।
আবার সুরার পাত্র,—আবার আবার,
হইল উন্মত্ত ম্লেচ্ছ ,—উন্মত্ত হৃদয় ;
কহিলা ব্যাকুল চিত্তে চুম্বিয়া আবার,
"কোথা প্রিয়ে,কোথা তুমি,হৃদয়,—কোথায় ?

৭

সহসা ভীষণ শব্দ উঠিল শিবিরে,
চমকিয়া বালা বৃন্দ সভয়ে চাহিলা ;

দেখিয়া জম্বুক ধূর্ত্ত সরোবর তীরে,
যেনরে মরালী-কুল চমকি উঠিলা।
নীরবিলা যন্ত্রীদল ; নীরব সঙ্গীত,
পান পাত্র কর ভ্রষ্ট পড়িল ভূতলে ;
চমকিয়া মহাবেত হইয়া কম্পিত,
চতুর্দ্দিকে বীর-বর চাহিলা ব্যাকুলে।

৮

"কি নিমিত্ত কোলাহল এহেন নিশীথে ?"
ঘুরাইয়া রক্ত আঁখি কহিলা গম্ভীরে ;
ঢুলিয়া পড়িছে মুণ্ড,—অসক্ত উঠিতে,
নাহিক ক্ষমতা আর যবন শরীরে।
সহসা জনৈক খোজা পশিয়া শিবিরে,
নত করি স্বীয় শির কহিলা উল্লাসে ;
"কাফের শিবজী আজি নিহত সমরে,
কি আজ্ঞা নবাব সাহা,—কি আজ্ঞা এ দাসে ?

৯

সুরায় বিহ্বল বীর ;—"এখন জীবিত ?
গোলাম কুক্কুর দ্বারা নাশরে তাহারে ;"
"জাঁহাপনা ! হিন্দু বীর সমরে নিহত,
কি আজ্ঞা দাসের প্রতি ? গোলাম হজুরে।"

"কি বলিলি ? মৃত আজি শিবজী সমরে ?
মিথ্যা তোর,—মৃত আজি শিবজী ধরায় !
যদি মৃত,—সাজাইব চারু পুরস্কারে
শির তোর ;—আন দেখি তাহারে হেথায় ?"

১০

পশিলা যবন বীর সহসা শিবিরে,
যুদ্ধ বেশে সুবেশিত যবন সন্তান ;
আনিলা শিবজী দেহ—নাহিক শরীরে,
সে তেজ সে বীর্য্য আর,—ধূসর বরণ।
স্থাপিলা যবন গণ শিবজী শরীর,
যবনের সনমুখে ধুলায় ধরায় ;
দেখিয়া কামিনী কুল হইলা অধীর,
"এই সেই হিন্দু সিংহ,—শাহাজী তনয় ?"

১১

ধীরে ধীরে তৎপরে পশিলা শিবিরে,
ম্লেচ্ছ বীর এক, স্বীয় তুরঙ্গ সহিত ;
চুম্বিয়া ভূতল বীর কহিলা গম্ভীরে,
"এই দাস কাফেরেরে করেছে নিহত।"
চাহিয়া যবন বীর দেখিলা তাহারে,
সুরায় মুদিত আঁখি ; নতুবা ধরায়

পারিত অনা'সে বীর চিনিতে ইহারে,
নহে এ যবন বীর,—হিন্দুর তনয়।

১২

সহসা "জয়-মা" ধ্বনি উঠিল প্রান্তরে,
চমকিল ম্লেচ্ছ বৃন্দ, কাঁপিল হৃদয় ;
চাহিলা সভয়ে সবে ব্যাকুল অন্তরে,
কি হেতু কিসের শব্দ উঠিল ধরায়।
কাঁপাইয়া জল স্থল কাঁপায়ে অম্বরে,
"জয়-মা-ভবানী" ধ্বনি উঠিল আবার ;
কহিলা যবন—"একি ? কে আসে সমরে ?
গর্জ্জিল শিবির মাঝে,—"শমন তোমার !"

১৩

লম্ফ দিয়া মৃত বীর উঠিল জাগিয়ে
লম্ফ দিয়া অসি হস্তে শিবজী উঠিলা
মুহূর্ত্তে যবন মুণ্ড ভূতলে পাড়িয়ে,
মাহ'াট্টা কেশরী ভীম প্রচণ্ডে গর্জ্জিলা।
"এই রূপে ধ্বংস হ'ক সমস্ত যবন,
উড়ুক ভারত ধ্বজা সুনীল অম্বরে ;
লিখেছে বিধাতা কিরে শিবজী মরণ ?
মরিবে,—না করি ধ্বংস যবন নিকরে ?"

১৪

লম্ফ দিয়া অশ্বে বীর উঠিলা অমনি,
বাহিরিল ভীম বেগে নাশিয়া অরিরে ;
উঠিল ভীষণ শব্দ, কাঁপিল যামিনী,
সভয়ে যবন কুল দেখিল শিবিরে ;—
ভাসিছে রুধিরে হায় সেনাপতি কায়,
ছিন্ন শির মহাবেত লুটিছে ভূতলে ;
মুর্চ্ছিতা রমণী বৃন্দ, অজ্ঞান ধরায়,
রহিল অবাক হই যবন সকলে।

নবম সর্গ।

১

"হর-হর-মহাদেও—ভারত কি জয়।"
সহসা ভীষণ শব্দে ধ্বনিল প্রান্তরে ;
যবন শিবির কম্পি, কম্পিয়া ধরায়,
উঠিল ভীষণ নাদ কাঁপায়ে অম্বরে।
নিশ্চিন্তে নিদ্রায় মগ্ন যবন নিকর,
পরাজিয়ে মহারাষ্ট্র উল্লাস হৃদয়ে,

লভিছে বিশ্রাম এবে;—উল্লাস অন্তর ;
জানেনা মার্হাট্টা পুনঃ নাশিবে আসিয়ে।

২

হেথায় সেথায় সব যবন নন্দন,
অজ্ঞান,—চৈতন্যহীন, বিভোর নিদ্রায় ;
সহসা ভীষণ ধ্বনি কম্পিয়া গগন,
"জয়-মা-ভবানী" নাদে উঠিল ধরায়।
কাঁপিল যবনগণ কাঁপিল সভয়ে,
চমকি উঠিল হিয়া গভীর নিদ্রায় ;
চমকি শুনিলা সপ্নে যবন, হৃদয়ে,
"জয় মা ভবানী,—জয় ভারত কি জয়।"

৩

উঠিল তুমুল নাদ কাঁপিল প্রান্তর,
"হর-হর মহাদেও ভারত কি জয়!"
চমকিল ম্লেচ্ছগণ,—মার্হাট্টা নিকর,
করিতে যবন ধ্বংস পতিত ধরায়।
অপ্রস্তুত ম্লেচ্ছগণ ;—কোথায় কৃপাণ,
কোথায় বন্দুক গোলা, নাহিক নির্ণয় ;
নাহিক শরীরে বস্ত্র,—নাহিক চেতন,
ঢুলিছে এখন কেহ বিভোর নিদ্রায়।

৪

কোথা সেনাপতিগণ,—কোথায় যবন,
কেবল দেখিছে মৃত্যু চতুর্দ্দিকে হায়;
ভাঙ্গিল চিৎকারে নিদ্রা,—মার্হাট্টা কৃপাণ,
তখনি দ্বিখণ্ড হায় করিছে তাহায়।
নাহিক নিস্তার আজি মার্হাট্টা কৃপাণে,
অজ্ঞান যবনগণ,—কি এই ব্যাপার ?
নাহিক সময় হায় সাজিবে পিধানে,
নাহিরে সময় অসি লইবে তাহার।

৫

মার্হাট্টা তুরঙ্গ-পদে হইয়া দলিত,
মৃত্যুর ভীষণ ধ্বনি উঠিছে প্রান্তরে ;
মৃত্যু আজি অসি হস্তে নাচে উল্লাসিত,
ভাবিলা যবনগণ শমন সমরে।
অগ্রসর,—অগ্রসর, শাহাজী নন্দিনী,
ভীম অসি করে লয়ে ধাইছে ব্যাকুলে ;
ধাইছে মার্হাট্টাগণ,—নৃমুণ্ড মালিনী,
প্রেত সহ যেন আজি নাচিছে ভূতলে।

৬

"অগ্রসর, অগ্রসর, মার্হাট্টা সন্তান !
যবন শোণিতে আজি ডুবায়ে ভারতে ;

প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা,—পামর যবন,
অগ্রসর, তিত ধরা যবন শোণিতে”
দেখিয়া সমরে এই নৃমুণ্ড মালিনী,
কাঁপিলা যবনগণ, কাঁপিলা হৃদয়ে ;
সেনাপত্নী আজি ভবে শাহাজী নন্দিনী,
কি ভয় মার্হাট্টা আজি,—যাইছে ধাইয়ে।

৭

আবার ভীষণ স্বরে ধ্বনিল অম্বরে,
“জয়-মা-ভবানী,—জয় ভারত কি জয় ;”
তাহা সহ মিশাইয়ে উঠিল প্রান্তরে,
ভীষণ ক্রন্দন ধ্বনি কাঁপায়ে ধরায়।
চমকিল ম্লেচ্ছ বৃন্দ , সভয়ে চাহিলা ;
চমকিল মহারাষ্ট্র ; মুহূর্ত্তের তরে
থামিলা ভীষণ যুদ্ধ ;—আবার ধাইলা,
আবার ভীষণ ধ্বনি উঠিল প্রান্তরে।

৮

ভঙ্গ দিল রণে ম্লেচ্ছ যবন নিকর,
সেনাপতি মৃত্যু বার্ত্তা সহসা শুনিয়া ;
ভাঙ্গিল হৃদয় হায়,—ত্যজিলা সমর,
চারিদিকে ছিন্ন ভিন্ন পলায় ধাইয়া।

"শিবজী কৃপাণে হত বীর সেনাপতি,
ধূর্ত্ত হিন্দু কলে হায় বধেছে তাঁহারে !"
ধ্বনিল প্রান্তরে ;—ম্লেচ্ছ ব্যাকুলিত অতি,
পলায় নাহিক জ্ঞান ত্যজিয়া সমরে।

৯

সহসা ভীষণ স্বরে ধ্বনিল প্রান্তরে ;
"মহারাষ্ট্র বন্ধুগণ,—হও অগ্রসর ;
কি হেতু বিলম্ব আর ? যবন রুধিরে,
ডুবাইয়া ভারতেরে—হও—অগ্রসর !"
দেখিলা ফিরিয়া হিন্দু উল্লাস হৃদয়ে,
শিবজী মার্হাট্টা সিংহ ধাইছে তথায় ;
গর্জ্জিল মার্হাট্টা সৈন্য জগত কাঁপায়ে,
"জয়-মা-ভবানী, জয় ভারত কি জয়"

১০

কাটিতে লাগিল ম্লেচ্ছ মার্হাট্টা নিকর,
পাইয়াছে কাল আজি, পুরায় বাসনা ;
হৃদয় বিদীর্ণ করি উঠিছে চিৎকার,
আর্ত্তনাদ মৃত্যু ক্লেশ,—অসহ্য যাতনা !
নাহি দয়া হিন্দু হৃদে আজিরে সমরে,
দেব দেবী হিংসা ফল পাইছ যবন ;

পলায়ন চেষ্টা বৃথা,—মার্হাট্টা অসিরে,
কেমনে এড়ায়ে সবে করিয়া গমন ?

১১

ধাইলা মার্হাট্টা সিংহ শাহাজী নন্দন,
উড়িতেছে ম্লেচ্ছ ধ্বজা যথায় পবনে ;
পদাঘাতে ভাঙ্গি দণ্ড মার্হাট্টা তপন,
স্থাপিলা আপন পদ যবন কেতনে।
"এই রূপে ধ্বংস হ'ক ম্লেচ্ছ সিংহাসন,
ভাঙ্গিয়া যবন-ধ্বজা পড়ুক ভূতলে ;
এই রূপে—" স্থাপি বীর ভারত-কেতন,
"উড়ুক ভারত-ধ্বজা পবন হিল্লোলে।"

১২

"স্বাধীন মার্হাট্টা আজি, স্বাধীনা ভারত,
ভারতের দুঃখ নিশি প্রভাত হইলা ;
বিদ্রোহী পামর ম্লেচ্ছ, স্বাধীন ভারত,
আজি এই হিন্দু ধ্বজা গগনে উড়িলা"
স্বাধীন ভারত আজি শতযুগ পরে,
ভারতের জয় ধ্বনি গাইলা সবায় !
—গাইলা মার্হাট্টাগণ কাঁপায়ে অম্বরে,
"জয়-মা-ভবানী, জয় ভারত কি জয় !!'

১৩

আবার আবার ভীম গভীর গর্জ্জনে,
"জয়-মা-ভবানী,—জয় ভারত কি জয়"
উঠিল মার্হাট্টা স্বর কাঁপায়ে গগণে,
কাঁপাইয়া জল স্থল, কাঁপায়ে ধরায়।
আবার হিন্দুর ধ্বজা উড়িল গগনে,
দাক্ষিণাত্য মুক্ত আজি শিবজী প্রভায়;
কত দিন পরে আজি আবার ভুবনে
"যামিনী প্রভাত" হায় ভারত মাতায়!!

দশম সর্গ।

১

ধীরে ধীরে উষা দেবী পশিছে ভুবনে,
ধরিয়াছে পক্ষীগণ সঙ্গীত লহরী;
বিরস বিষণ্ণ ভাবে চন্দ্রমা গগনে,
কাঁদাইয়া যাইতেছে প্রকৃতি সুন্দরী।
ক্রমে ক্রমে জাগি যেন উঠিছে জগত,
ক্রমে ক্রমে কোলাহল বাড়িছে ভুবনে;

সুমধুর গীত ধ্বনি মোহিয়া ভারত,
কোকিল প্রফুল্ল স্বরে গাইছে কাননে।

২

কোমল আলোকে সেই বিমল উষার,
ডুবিছে চন্দ্রিকা প্রভা বিষণ্ণ গগনে ;
বিরষ বিষণ্ণ শশী,—নাহিক তাহার,
প্রফুল্ল আনন এবে ত্যজিতে ভুবনে।
বিরস চন্দ্রমা যেন ত্যজিতে ভারত,
সোণার ভারত ভূমি কেমনে ত্যজিবে ?
কাঁদিতেছে নিশাপতি কাঁদায়ে জগত,
ভারত ত্যজিয়া শশী কেমনে রহিবে ?

৩

আসিতেছে উষাদেবী ;—মৃদুল মৃদুল
বহিছে মলয়ানিল অতি মনোহর ;
কুমুদিনী বিষাদিনী হইয়া আকুল,
ধীরে ধীরে মুদিতেছে আঁখি আপনার।
ধীরে ধীরে জাগরিতা প্রকৃতি সুন্দরী,
বসিয়াছে বিহগিনী বিটপী শাখায় ;
ধরিয়াছে সুললিত সঙ্গীত লহরী,
প্রতিধ্বনি গরজিছে মোহিয়া ধরায়।

৪

আবার শ্মশান সেই ; নীরব ভীষণ ;
নীরব, নীরব শান্তি, নীরব সকল !
না আছে বিহঙ্গ হেথা, না করে গর্জ্জন,
ভীষণ শার্দ্দূল কিম্বা হর্য্যক্ষ প্রবল।
সেই সে শ্মশান হায়, ভীসণ জগতে,
এখন জ্বলিছে চিতা, কাঁপিছে অম্বর ;
উঠিতেছে ধূমপুঞ্জ কম্পিয়া ভারতে,
পড়িয়াছে চারু রশ্মি বিমল উষার।

৫

জ্বলিছে এখন চিতা,—কাঁপিছে ভুবন,
এখন ভারত হায় নহে অলোকিত ;
আলো সহ অন্ধকার ;—গোধুলি যেমন,
এখন শ্মশানে হায় ; এখন কম্পিত।
উপরে গগনে শশী ভারত ত্যজিয়ে,
চলিয়াছে মৃদু মৃদু,—বহিছে অনিল ;
এক এক বার বায়ু গর্জ্জন করিয়ে,
তুলিতেছে কাঁপাইয়া সাগর সলিল।

৬

ভীষণ শ্মশান হায় ! ভীষণ মূরতি,
উঠে প্রাণ দেখি হায় সভয়ে কাঁপিয়ে ;

হেথায় রাক্ষসী যেন হায়রে প্রকৃতি,
কাঁপিছে জগত যেন থাকিয়ে থাকিয়ে।
নহে ত আলোক এবে, নহে অন্ধকার,
প্রকাশিছে তবু তায় ভীষণ শ্মশান ;
কোথায় নাচিছে যেন পিশাচ নিকর,
কোথায় রাক্ষসীগণ,—সকলি ভীষণ !

৭

অদূরে মার্হাট্টা সৈন্য দাড়ায়ে শ্মশানে,
নীরব, নাহিক শব্দ মার্হাট্টা তনয় ;
চিত্রিত প্রাচির যেন গঠিত পাষাণে,
ভীষণ শ্মশানে যেন সহসা উদয়।
অস্পষ্ট আলোকে সেই, দীপিছে কৃপাণ,
শোণিতে রঞ্জিত অসি জ্বলিছে তিমিরে ;
ভীষণ ভীষণ ভাব, ভীষণ আনন,
দাঁড়া'য়ে নীরবে সবে ভীষণ গম্ভীরে।

৮

অদূরে চিতার পার্শ্বে শাহাজী নন্দিনী,
ধরিয়া ভ্রাতার হস্ত বিষাদে দাঁড়ায়ে ;
দাঁড়াইয়া ইন্দুমতী—প্রতাপ-মোহিনী,
মুক্ত কেশ লুঠিতেছে ভূতল চুম্বিয়ে।

ধরিয়া ভ্রাতার হস্ত বিষাদ নয়নে,
চাহিয়া ধরার পাণে শাহাজী নন্দিনী ;
এখন উন্মত্তা হায়,—এখনো বদনে
ভাসিতেছে বীর তেজ,—হায় অভাগিনী !

৯

চঞ্চলা পশ্চাতে হায় নীরবে দাঁড়ায়ে,
নীরবে পাষাণ বৎ সহচরীগণ ;
বহিতেছে বারিধারা নয়ন ভেদিয়ে,
নীরবে বিষাদ মনে করিছে ক্রন্দন।
সহসা চঞ্চলা আঁখি চমকি তুলিলা,
ধীরে ধীরে অসি বালা রাখিলা ধরায় ;
অমনি মার্হাট্টা কুল সঘনে গর্জ্জিলা,
"জয়-মা-ভবানী, জয় ভারত কি জয় !"

১০

কাঁপাইয়া সিন্ধু নীর, কাঁপায়ে অবনী,
ধ্বনিল মার্হাট্টা স্বর ভীষণ শ্মশানে ;
চমকি সভয়ে যেন ভারত জননী,
কাঁপিয়া উঠিলা হায় সহসা ভুবনে।
আবার আবার শান্তি, আবার ভারত,
নীরব আবার হায়,—আবার সকলে

হইলা পাষাণ বৎ ; আবার জগত,
ডুবিলা সহসা যেন সাগর সলিলে।

১১

তুলিলা বদন পুনঃ শাহাজী নন্দিনী,
ধরিয়া ভ্রাতার হস্ত কহিলা গম্ভীরে ;
কাঁদিলা মার্হাট্টা সৈন্য,—কাঁদিলা অবনী,
হরিষে বিষাদ আজি, মার্হাট্টা নিকরে।
"যাই ভ্রাত, যাই আমি, দুঃখ র'ল মনে,
না পারিনু পিতৃ-পদে লইতে বিদায় ;
কহিও তাঁহারে দাদা, দমিয়া যবনে,
যাইতেছে কন্যা তাঁর ত্যজিয়া তাঁহায় !"

১২

"কহিও মাতারে মোর;—" সহিল না আর,
কাঁদিলা ব্যাকুল ভাবে শাহাজী তনয়া ;
"কহিও তাঁহারে হায়, তনয়া তাঁহার,
কি কব ? হৃদয় মোর উঠে যে কাঁদিয়া !
কহিও সকলে মোর,—কহিও মাতারে;"
সহিল না পুনঃ হায় ব্যাকুলে কাঁদিলা ;
ভিজিল কোমল বস্ত্র নয়নের নীরে,
অধীর শিবজী—হায় কাঁদিতা লাগিলা।

১৩

আবার শাহাজী-সুতা দমিয়া হৃদয়,
আবার বদন হায় ক্লেশেতে তুলিলা;
ইন্দুমতী কর ধরি কত যাতনায়,
আদরে বিষাদে বালা আবার কহিলা।
"ক্ষমিও ভগিনি মোরে,—কি কব তোমায়?"
"ক্ষম মোরে," বলি ইন্দু উঠিল কাঁদিয়া;
কাঁদিলা উভয়ে হায়,—কাঁদিলা ধরায়,
মার্হাট্টা-পাষাণ-হিয়া ব্যাকুল হইয়া।

১৪

আবার তুলিলা শির শহাজী নন্দিনী,—
ধীরে ধীরে ইন্দুমতী—কপোলে চুম্বিলা;
লইয়া—আদরে কর মার্হাট্টা-রমনী
আবার গম্ভীর স্বরে আদরে কহিলা।
"আশীর্ব্বাদ করি আমি, সরলে আমার!
সুখে থাক পতিসনে, স্বামীই জগতে
অবলার একমাত্র আশ্রয় ধরার।
চিরজীবী হ'য়ে থাক সোণার ভারতে।"

১৫

"কি আর কহিব, ভগ্নি, যাইতেছি আমি,
যদি দোষী থাকি ইন্দু, ক্ষমিও আমারে;

ক্ষমিও—," আবার হায় শাহাজী নন্দিনী,
কাঁদিলা ব্যাকুল ভাবে কাঁদায়ে ধরারে।
ফিরিলা শাহাজী সুতা ; মার্হাট্টা তনয়
যথায় নীরবে সবে পাষাণ সমান ;
কহিলা গম্ভীর স্বরে কাঁদায়ে হৃদয়,
চমকি মার্হাট্টাগণ তুলিলা কৃপাণ।

১৬

"বিদায়—বিদায় ভাই, মার্হাট্টা তনয়,
বুঝিয়াছি যথার্থই মার্হাট্টা তোমারা ;
দেখাইছ রুদ্রতেজ ;—যবন নিচয়
বুঝেছে অজেয় হিন্দু থাকিতে ইহারা।
আবার নীরব ;—পুনঃ বিষাদে কহিলা,
"ভ্রাতৃগণ, বীরগণ বিদায়—বিদায়—।"
আবার মার্হাট্টা সুত সঘনে গর্জ্জিলা,
"জয় মা ভবানী—জয় ভারত কি জয় !"

১৭

আবার ফিরিলা বালা বিষাদে কহিলা,
সম্বোধি সঙ্গিনীগণে কহিলা আদরে ;
"ক্ষম সখি ক্ষম মোরে, চলিল চঞ্চলা,
আর কভু তোমাদের অবনী ভিতরে

আসিবে না বিরক্তিতে ; আরকভু ভবে
পাবেনা দেখিতে সখি, শাহাজী নন্দিনী ;
চলিল চঞ্চলা ত্যজি তোমাদের সবে,
ক্ষমিও—ক্ষমিও মোর—প্রাণের সঙ্গিনি !”

১৮

কাঁদিলা ব্যাকুলে হায় সহচরীগণ,
জ্ঞান শূন্যা সখাগণ কাঁদিতে লাগিলা ;
আবার শাহাজী সুতা মুছিয়া নয়ন,
আবার কাতর স্বরে সখীরে কহিলা।
“কেন কাঁদ সখিগণ, কেনলো কাঁদাও ?
স্বামী বিনা অবলার কি আছে ধরায় ?
কেঁদনা, কেঁদনা সখি, গৃহে সবে যাও,
কহিও মাতারে মোর, কহিও সবায়—!”

১৯

আবার ভ্রাতার পানে ফিরিলা চঞ্চলা,
ধরিলা ভ্রাতার হস্ত,—ধরিল সাদরে;
কত কষ্টে,—কত স্নেহে,—আদরে কহিলা,
“কাঁদ কেন, বীর তুমি শোভে কি তোমারে ?
কহিও মাতারে মোর—পুতলী তাঁহার
স্বামী পাশে যাইতেছে, তাঁহারি শিক্ষিতা•

কেঁদনা সঙ্গিনীগণ কেঁদনা লো আর,
মনে রেখ ভুলিওনা শাহাজী দুহিতা।”

২০

“ভুলনা ভারত দাদা, অতি অভাগিনী,
রক্ষিও ভারত মাতা করি দৃঢ় পণ;
করেছ উদ্ধার যথা—রক্ষ অভাগিনী,
দেখিও আবার যেন পশে না যবন।”—
“কত দিন পরে আজি যামিনী প্রভাত,
ভারতের দুঃখ নিশি প্রভাত হইলা;
কত দিন পরে আজি স্বাধীন ভারত,
কত দিন পরে আজি ভারত হাসিলা!!”

২১

“এই বেশে—যেই বেশে দমিছি যবন,
এই বেশে যাব ভ্রাতঃ তাঁহার সকাশে;
কহিব পরাস্ত শত্রু;—যবন নন্দন।
ভারত-বিজয়-ধ্বজা উড়েছে আকাশে।
কাঁদিওনা ভ্রাতা মোর—কহিও পিতারে,
কহিও সকলে মোর, কাঁদিছ আবার?
স্বামী পাশে যাইতেছি, কি কব তোমারে
কেন দাদা, হেন কালে কাঁদাও আমায়?”

২২

আলু থালু কেশ পাশ অবলা অধীরে
লইয়া স্বামীর হায় ভীষণ কৃপাণ
আসিলা চিতার পার্শ্বে,—সহসা অম্বরে
ডুবিল চন্দ্রমা যেন কাঁদায়ে ভুবন!!

সপ্ত বার ভীমা চিতা করি প্রদক্ষিণ
"জয়-মা-ভবানী" বলি পশিলা চিতায়
উন্মত্ত মার্হাট্টা কুল—করিল গর্জ্জন,
"জয়-মা-ভবানী—জয় ভারত কি জয়!!!"

সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

কলেজ-ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে, ১ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট মিত্র কোম্পানির দোকানে ও ৪২ নং সারপেণ্টাইন লেন গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।